জুম্‌লে আম্বিয়া ও জুম্‌লে আউলিয়া

সৈয়দ আমিনুল হক হারবাংগিরী (রহ.)

জুম্‌লে আম্বিয়া ও জুম্‌লে আওলিয়া

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর
প্রকাশনা শাখা আলোকধারা বুক্‌স-এর পক্ষে–

প্রকাশক:
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ,
ডাক– ভাণ্ডার শরিফ,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম–৪৩৫২।

সম্পাদনায়:
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট গবেষণা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ১০ মাঘ ১৪৪৫ বঙ্গাব্দ, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

মুদ্রণ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম–৪২১২।

ISBN:978-984-8083-36-6

মূল্য: ২০০ টাকা।

Jumle Ambia and Jumle Aolia Published by Syed Mohammad Hasan on behalf of Alokdhara Books, an organ of Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari (KA) Trust, Gausia Huq Manzil, Maizbhandar Sharif, P.O.- Bhandar Sharif, Fatikchari, Chattogram-4352. Price : Tk.200.00, US$ 5.00

উৎসর্গ

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জ্যেষ্ঠ পৌত্র হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মীর হাসান মাইজভাণ্ডারী (রহ.)-এর পবিত্র করকমলে।

খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.)'র রওজা শরিফ

স্থান : মেমেও, মায়ানমার

পেশ কালাম

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের অন্যতম খলিফা হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.) শুধু একজন কামেল আওলিয়া ছিলেন না; গীতি কবি হিসেবেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল সর্বত্র। সমকালীন ভাষা এবং বর্ণনা রীতি অনুসরণ করে তাঁর লিখিত গীতি কবিতাসমূহ সময়ের সাক্ষী হিসেবে এখনো বিদ্যমান। স্রষ্টা বন্দনা, রসুল প্রশস্তি, মুর্শিদ ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠেছে তাঁর সাধন–ভজন ধারার তাসাওউফ চিত্র। তাঁর জীবনী গ্রন্থ নেই, তবে গীতি কবিতাসমূহ পাঠ করলে তাঁকে জানা-চেনা যায়।

যে সময়ে তিনি আল্লাহ্–রাসুল–মুর্শিদ প্রেমে গান লিখেছেন সে সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রাধান্য প্রকাশ পেয়েছে গানের বইগুলোর মলাটে। একজন আওলিয়া হওয়া সত্ত্বেও তিনি এতে বিন্দুমাত্র শংকিত হননি। বরং যুগভেরীর সঙ্গে মমতা প্রর্দশন করে উপলব্ধিগত সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে তিনি তাঁর উদার চিন্তা-চেতনার আলোকে স্বীয় ধর্মমত উপস্থাপন করেছেন গীতি কবিতা সমূহে। মলাটে-শিরোনামে প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন ভাষাগত উচ্ছ্বাস। আর গানগুলোতে রয়েছে মানব রুহের চিরন্তন ভাবতরঙ্গ।

মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.) লিখিত 'জুম্‌লে আম্বিয়া ও জুম্‌লে আওলিয়া' গীতি সমগ্রহে এলাহি বন্দনা, বিশ্বনবী (দ.)'র সানা-সিফত বর্ণনার পাশাপাশি প্রায় সকল নবী-রাসুলের প্রশস্তিতে লিখা হয়েছে জুম্‌লে আম্বিয়া। এর পরই রয়েছে চার প্রধান সাহাবাসহ বেশ কয়েকজন আসহাবের জীবনে সংঘটিত শিক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা। ক্রমানুসারে আওলিয়ায়ে কেরামের প্রশস্তি বর্ণনা করা হয়েছে হযরত ওয়ায়েছ করণী (রহ.) থেকে শুরু করে বাংলার জমিনে উদ্ভাবিত ত্বরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-সহ অনেক আওলিয়ার শান, কারামত ও বুজুর্গি উপস্থাপন করে। তিনি হযরত ওয়ায়েছ করণী (রহ.)-কে সম্মান জানিয়েছেন গায়েবী আসহাবের

প্রধান হিসেবে। হযরত খিযির (আ.), হযরত ইব্রাহিম আদহাম (রহ.), বাহলুল মজনু (রহ.), হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামেনী (রহ.)-সহ অসংখ্য আওলিয়ার তারিফ বর্ণনা করে তিনি পরম বিনয়ে গাউসের আমিন হিসেবে জুম্‌লা শান বর্ণনায় লিখেছেন,

"মাইজভাণ্ডারী গাউসে আজম খোদার ভাণ্ডার,
এস্কের আজব সান হইয়াছে প্রচার।"

হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.) রচিত 'জুম্‌লে আম্বিয়া ও জুম্‌লে আওলিয়া' গীতিকায় মোট ৫৩টি গান রয়েছে। নবী-রাসুলদের বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত জালিম–শোষক–কাফির চরিত্রের স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, ফেরাউন, নমরূদ, শাদ্দাদ, কারুন, হাম্মান বেঈমানের প্রসঙ্গ উত্থাপনের মাধ্যমে। এক কথায় অত্যন্ত ছোট পরিসরে প্রকাশিত এই গীতি কাব্যে একজন সুক্ষ্মদর্শী আওলিয়া হিসেবে মাওলানা হারবাংগিরি (রহ.) পবিত্র কোরআনের নির্যাস বর্ণনায় এনেছেন অবলীলায়।

আমি সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ আল্-কোরআন সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং আসহাব ও আওলিয়া জগত বিষয়ে জ্ঞাত হবার জন্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অগণিত উপাদান সমৃদ্ধ এ গীতি কাব্যের পাঠকপ্রিয়তা এবং বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি।

মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অশেষ রহমত বর্ষণ করুন।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
সাজ্জাদানশীন
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ,
ডাক–ভাণ্ডার শরিফ,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম–৪৩৫২
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট।

হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী

"হারবাঙ্গে উৎপন্ন আমার
গাউস ভাণ্ডারের প্রেমের ফাঁসি দিয়া
চরণ দ্বীপে রাখিয়াছে হাল সাকিন করিয়া ॥
কাঁইচা (কর্ণফুলী) নদীর দক্ষিন পার্শ্বে
সুপ্রশাসে, লাম্বুরহাট বরাবর
সায়গরের কেনারে এক খোদার মসজিদ ঘর ॥"

স্বীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা দিতে গিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা আলমের অন্যতম খলিফা মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক হারবাংগিরি ফকির উল্লাস ও ওফাত নামায় উপর্যুক্ত চরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর জন্মস্থান হারবাঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। হারবাঙ্গ এর ভৌগলিক অবস্থান বর্তমান কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায়। তাঁর পূর্ব পুরুষ তাওহীদ তথা সত্য দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে সুদূর আরব থেকে সাগর–মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অন্যান্য পরিব্রাজকের মতো সমুদ্র সীমানায় অবস্থিত আরাকানের মেও মেও স্থানে অবতরণ করেন। এক পর্যায়ে তাঁরা চকরিয়ার পাহাড় পরিবেষ্টিত হারবাঙ্গ নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। হযরত মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.)'র প্র-পিতামহ মাওলানা সৈয়দ আরব উদ্দিন ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব থেকে এখানে আসেন। তাঁর পুত্র অর্থাৎ হারবাংগিরি (রহ.)'র পিতা মাওলানা বদীয়দ্দীন মূলতঃ 'দরবেশ' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। মাওলানা বদীয়দ্দীন দরবেশের পুত্র মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.)'র জীবনগাঁথা বৈচিত্রময় শ্বাপদ সংকুল সাধন স্নিগ্ধতায় ভরপুর।

পারিবারিক সুফি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি তাসাওউফ পথে যাত্রার অভিলাষে হারবাঙ্গ থেকে চট্টগ্রাম শহরে উপস্থিত হন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা একজন কামিল আওলিয়ার পুণ্যহস্তে নিজেকে সমর্পণ করা। শহরে

কিছুদিন অবস্থান করে এক পর্যায়ে তিনি নাজিহরহাট অভিমুখী রাস্তায় আসেন। এক পর্যায়ে চট্টগ্রাম নাজিরহাট সড়কের আমান বাজারে উপস্থিত হন। সেখানে রেল লাইনের অদূরে অবস্থিত সুফি সাধকদের রিয়াজত সাধনার পুণ্যস্থান খোশাল মসজিদে মাগরিব-এশার নামায আদয়ের জন্যে গমন করেন। নামায শেষে ইমাম ব্যতীত অন্যান্য মুসল্লি চলে গেলে তিনি একান্তে ইমাম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করে কিছু কথাবার্তা বলেন। নামাযে পরম একাগ্রতা অনুভুত হওয়ায় তিনি ইমাম সাহেবকে একজন কামিল ব্যক্তি হিসেবে নির্ণয় করে তাঁর হস্তে বায়াত হবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইমাম সাহেব মাওলানা হারবাংগিরির মনের ইচ্ছা জ্ঞাত হয়ে একজন মুর্শিদের বিষয় অবহিত করেন। মাওলানা হারবাংগিরি এ সময় উক্ত কামিল মুর্শিদ সমীপে কিভাবে পৌঁছা যাবে ঠিকানাদি জেনে নিয়ে রাঙ্গুনিয়ার মাইল্লা টিলা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে স্বীয় খানকাহ্‌তে অবস্থানরত উক্ত কামিল বুজুর্গের পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে নিজের বায়াত হবার একান্ত অভিলাষ ব্যক্ত করেন। মাইল্লা টিলায় অবস্থানরত উক্ত কামিল বুজুর্গ তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাত হয়ে বলেন, “আমি আপনাকে মুরিদ করতে পারব না। ফটিকছড়ির ইছাপুরের মাইজভাণ্ডার শরিফে একজন মাওলানা আছেন। আপনি তাঁর কাছে যান। উনি আপনার সঠিক পীর। আপনি উনার নিকট গিয়ে বায়াত গ্রহণ করুন। উনি সবচেয়ে বড় হাস্তি। উনিই আপনার অন্ধকার জীবনে আলোর দিশারী।”

মাইল্যা টিলায় অবস্থানরত বুজুর্গের কথা শুনে মাওলানা হারবাংগিরি কিছুটা হতাশ হন। তবে তাঁর অদমনীয় মনোবল এবং একান্ত ইচ্ছার সম্মুখে হতাশার অন্ধকার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ পথ যাত্রার ক্লান্তি তাঁর মনের উত্তাল আবেগকে মোটেও শ্রান্ত করতে পারেনি। তিনি যাত্রা করেন ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার অভিমুখে। পথ চলতে চলতে তিনি পৌঁছেন মাইজভাণ্ডার শরিফে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা আলমের হুজুরায়। দেখলেন অতি নূরানী চমক লাগানো পবিত্র চেহারায় সমাসীন আছেন আওলিয়া সর্দার গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী। তিনি থমকে যান। দেখেন খোশাল মসজিদের ইমাম, মাইল্যা টিলার বুজুর্গ আর মাইজভাণ্ডার সিংহাসনে সমাসীন মহান ব্যক্তিত্ব একই চেহারার অভিন্ন রূপ। একই চেহারার বুজুর্গকে তিন জায়গায় প্রত্যক্ষ করে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। সম্বিত ফিরে এলে তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র কদমে নিজেকে সমর্পিত করে তাঁকে আউয়াল আখের জাহের বাতেনের মুর্শিদ হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রথম দর্শনেই মুর্শিদ পদপ্রান্তে একাত্ম-অভিভুত হারবাংগিরি অতপর হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকেন। হযরত কেবলা আলম তাঁকে নির্দেশ দেন, “বৎস! তুমি এখান থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে যাবে।

সেখানে মাগরিবের নামাযের সময় হবে। ওখানে নামায আদায় করবে। সেখানেই তুমি থাকবে। সেখানেই তোমার বাড়ি ঘর। এলাকার পথ-ঘাট তাঁর অজানা-অচেনা। মুর্শিদের নির্দেশই তাঁর সম্বল। অচেনা পথে তাঁর যাত্রা। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে পথ চলতে চলতে কাঁইচা খালের নিকট পৌঁছলে মাগরিবের আজান শোনা যায়। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মাগরিবের নামায আদায় করে চিন্তামনস্ক হয়ে পড়েন। কেউ তাঁকে চেনেন না, তিনিও কাউকে চেনন না। চিন্তামগ্ন হযরত হারবাংগিরি'র ভরসা মুর্শিদের নির্দেশনা যেহেতু আছে অবশ্যই যথাসময়ে ঠিকানা মিলবে। এ সময়েই মসজিদে একজন লোক উপস্থিত হয়ে পিছন থেকে সালাম পেশ করে বলেন, "হুজুর গাউসুল আযম মুর্শিদ কেবলা নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনাকে যেখানে পাই সেখানেই আপনার বাড়ি ঘর, সেখানেই আপনি থাকবেন। আর কোথাও যেন না যান।" হযরত হারবাংগিরি সব শুনে ঐ লোককে বললেন, 'এটা নাকি চোরের দ্বীপ। আমি কি এখানে থাকব?' আগন্তুক বলেন, "এখানেই আপনার থাকার কড়া নির্দেশ।" মাওলানা হারবাংগিরি অতঃপর মুর্শিদের নির্দেশ মেনে নিয়ে সেখানে অবস্থানের স্থির সিদ্ধান্ত নেন। এই দ্বীপই হচ্ছে চোরের দ্বীপ নয়, "চরণ দ্বীপ"। এ দ্বীপেই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের প্রথম খলিফা শানে সিদ্দিকে আকবর, কুত্‌বুল আকতাব হযরত মাওলানা শেখ অছিয়র রহমান চরণদ্বীপি কেবলার আস্তানা শরিফ; বাড়ি-ঘর।

হযরত কেবলা আলমের অসীম দয়ার বরকতে তিনি সেখানে বসতি স্থাপন করলেন। সেখানে তাঁর বাড়ি-ঘর হয়েছে। তিনি সংসার গড়েছেন। তাঁর একপুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছেন। তাঁর নাম হযরত মাওলানা রাহমাত কবির মিঞা হারবাংগিরি। তাঁর পুত্রও একজন কামিল বুজুর্গ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সেই থেকেই তাঁর বংশধারায় মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার একটি শাখা দরবার চলমান রয়েছে।

হযরত মাওলানা হারবাংগিরি নিয়মিত মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে গমনাগমন করতেন। নৌকায় চড়ে হালদা নদী অতিক্রম করে তিনি নাজিরহাট বাজারে পৌঁছতেন। অতঃপর পদব্রজে দরবার শরিফে পৌঁছে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের পবিত্র কদমে নিজেকে সমর্পিত করতেন। অনেক সময় ভক্তবৃন্দ নিয়ে পদব্রজে তিনি বোয়ালখালীর চরণদ্বীপ থেকে দরবার শরিফ যেতেন। দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। মাইজভাণ্ডার শরিফ আসা-যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে পরিচয় এবং সখ্যতা গড়ে ওঠে হাসমত ফকিরের সঙ্গে। হাসমত ফকির গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের অন্যতম মুরিদ। নিয়মিত মাইজভাণ্ডার শরিফে হাজিরা দিয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় হাসমত ফকির হযরত হারবাংগিরিকে একদিন তাঁর

বাড়িতে দাওয়াত দেন। হাসমত ফকিরের বাড়ি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে সাদেকনগর গ্রামে। হাসমত ফকির তেমন অবস্থাসম্পন্ন নন। এতে ভক্তজন নিয়ে তাঁর গৃহে অবস্থান করা সম্ভব নয়। এছাড়া বেশি লোকজনের রাতে বিশ্রাম নেয়ার মতো ঘরের সংকুলান তাঁর নেই। হাসমত ফকিরের আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মাওলানা হারবাংগিরি অন্যত্র অবস্থানের মত প্রকাশ করেন। সাদেক নগরের কোন বিত্তবান লোক আছেন কিনা তিনি জানতে চান। হাসমত ফকির স্থানীয় জমিদার আবদুল আজিজ চৌধুরীর আর্থিক এবং সামাজিক মর্যাদা মাওলানা হারবাংগিরিকে অবহিত করেন। অবশেষে হাসমত ফকির আবদুল আজিজ চৌধুরীর পুত্র রাজা মিঞা চৌধুরীকে বিষয়টি জানালে এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসে। রাজা মিঞা চৌধুরীর পিতা আবদুল আজিজ চৌধুরী মাওলানা হারবাংগিরি এবং তাঁর ভক্তদের থাকা–খাওয়ার এবং সামা মাহফিলের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা করে দেন। এরপর থেকে মাওলানা হারবাংগিরি নিয়মিত সাদেক নগরের চৌধুরী বাড়িতে আসতেন। দশ মাঘের মহান উরসের পূর্বদিন তিনি তাঁর ভক্ত অনুসারীদের নিয়ে সাদেক নগর চৌধুরী বাড়িতে এসে রাতভর যিকির-সামায় মশগুল থাকতেন। চরণদ্বীপ থেকে আসার সময় একটি বিশাল ছাতা তাঁর মাথার উপর খুলে তুলে ধরা হতো। ফটিকছড়ির সাদেক নগরে এভাবে গড়ে ওঠে তাঁর খানকাহ্। এটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

মাওলানা হারবাংগিরি (রহ.)'র আধ্যাত্মিক পথযাত্রা অসংখ্য কারামতে ভরপুর। আবদুল আজিজ চৌধুরী এবং তাঁর ছেলেরা মাওলানা হারবাংগিরির (রহ.) আচার-আচারণ, আদব-লেহাজ এবং আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত তাঁর ভক্ত-অনুসারীতে পরিণত হন। ফলে এই বাড়িতে জমে ওঠে ঐশী প্রেম আসরের এক দরবারী মজলিস। একবার সাদেক নগরস্থ খানকাহ্ শরিফে হযরত মাওলানা হারবাংগিরি (রহ.) সাহেবের অবস্থানকালে এ বাড়িতে এক লোক মৃত্যুবরণ করেন। জানাযা উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট আলেম-ওলামাসহ অনেক মানুষের সমাগম ঘটে। উপস্থিত আলেমরা সুন্নি ঘরানার হলেও মাইজভাণ্ডার শরিফে অনুশীলিত সংস্কৃতি ঢোল-বাঁশিসহ নানারকম বাদ্য-বাজনা সম্পর্কে তাদের ব্যাপক আপত্তি রয়েছে। তাছাড়া চৌধুরী বাড়ির খানকাহ্তেও একই রেওয়াজ অনুশীলিত হচ্ছে। তাঁরা এ বিষয়ে হযরত মাওলানা হারবাংগিরি (রহ.)'র নিকট বিষয়টি শরিয়ত সম্মত কিনা জানতে আগ্রহী হন। সরাসরি একজন মেহমানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা আদবসম্মত নয় মনে করে আলেমগণ তাঁদের বাসনা রাজা মিঞা চৌধুরীকে অবহিত করেন। রাজা মিঞা চৌধুরী আলেমদের মনের ইচ্ছা মাওলানা হারবাংগিরিকে জানালে তিনি তাঁদেরকে প্রশ্ন করার

অনুমতি দেন। সামান্য কথোপকথনের পর তিনি তাঁদের বলেন, "বাবা আমি তোমাদের সঙ্গে তর্কে যাবো না। তবে এটা বলব যে, এদেশে মাত্র আধা চামচ 'পন্না' (পড়া) আছে আলেমদের। আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম আছে। আমি মাত্র এক নামে ডাকি। তাতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।" এ বলে তিনি তাঁর এক সহযোগির নাম ধরে ডাক দিয়ে বাঁশি বাজানোর হুকুম দেন। নিজেও বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বাঁশির মোহিনী সুরে সমগ্র মজলিসে বিরহ-বিচ্ছেদের অভিনব কান্নার রোল ওঠে। উপস্থিত সকল আলেম প্রেম-বিভোরে অঝোরে কান্না-কাটি শুরু করেন। কেউ কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়েন। অবশেষে আলেমগণ হযরত হারবাংগিরির নিকট মার্জনা প্রার্থনা করে বিদায় নেন।

আরেক দিনের ঘটনা। হযরত মাওলানা হারবাংগিরি যখন সাদেকনগর চৌধুরী বাড়ির খানকাহ্‌তে আসতেন তখন সেখানে অনেক ফকির-মস্তের আগমন ঘটত। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আজু ফকির। তিনি হারবাংগিরি হুজুরকে দেখামাত্র কদমে লুটিয়ে পড়তেন। একবার আজু ফকির তাঁকে হাঁটু বরাবর ধরে আলগিয়ে নিয়ে কাঁধে নিতে চাইলে মাওলানা হারবাংগিরি খুবই জালালি হয়ে ওঠেন। তিনি আজু ফকিরের চোখে মুখে আঁচর দিয়ে রক্ত বের করে দিয়ে বলেন, 'বেয়াদব, এখন আমাকে আলগাও দেখি।' আজু ফকির পুনর্বার চেষ্টা করেও মাটি থেকে একবিন্দুও হযরত হারবাংগিরি (রহ.)-কে আলগাতে পারেননি।

আরেক দিনের ঘটনা। মাওলানা হারবাংগিরি সাদেক নগর খানকাহ্‌ শরিফে আছেন। খানকাহ্‌তে তাঁর বিশ্রামের জন্যে একটি চৌকি ছিল। এক সকালে তিনি রাজা মিঞা চৌধুরীর ভাই হেদায়ত আলী চৌধুরীকে চৌকির সঙ্গে বেঁধে রেখে বলেন, তাঁর মেয়েকে হারবাংগিরির ছেলে রাহমাত কবির মিঞার সাথে বিয়ে দিতে হবে। এটি এক ধরনের আবদার। অবশেষে হেদায়ত আলী চৌধুরীর মেয়ের সঙ্গে মাওলানা হারবাংগিরি (রহ.)'র ছেলে রাহমাত কবির মিঞার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। সে সময় তাঁরা পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। চৌকির সঙ্গে হেদায়ত আলী চৌধুরীকে বেঁধে রাখার আরেকটি কারামত হচ্ছে চৌধুরী সাহেবের এক নাতি ফরিদ আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সম্পন্ন করার পর একজন মজ্‌জুব অলি হিসেবে সুপরিচিতি অর্জন করেন। সে অন্য এক ঘটনা পর্ব।

হযরত মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.) ছিলেন সোনালী বর্ণের আকর্ষণীয় দেহাবরণের ব্যক্তিত্ব। অনেকে মনে করতেন তিনি হয়তো স্বর্ণ খেয়ে থাকেন। তাই গায়ের রং সোনার মতো চকচকে। তাঁর চুল মোবারক ছিল কিছুটা লম্বা। চক্ষু ছিল প্রসারিত। শারীরিক গড়ন ছিল লম্বা এবং সৌম্য।

মাওলানা হারবাংগিরি (রহ.) ত্বরিকতের দাওয়াত নিয়ে এক পর্যায়ে বার্মার রেঙ্গুনে গমন করেন। সেখান থেকে স্বীয় জন্মস্থান মেও মেওতে গমন করেন। সেখানে সম্ভবত ১৯২৫ সালে তিনি ওফাত হন। মেও মেওতে তাঁর মাজার শরিফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.) তাঁর কাব্য প্রতিভার জন্যেও সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সুগভীর। পুঁথি সাহিত্যের আদলে তিনি বেশ কিছু সুফি গীতি কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে "ফকির উল্লাস ও ওফাতনামা" ইতোমধ্যে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্টের পরিচালনাধীন আলোকধারা বুক্‌স কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত অন্যতম গীতিকাব্য "জুম্‌লে আম্বিয়া ও জুম্‌লে আওলিয়া" এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের পরিচালনাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির তত্ত্বাবধানে 'আলোকধারা বুক্‌স' কর্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমরা মনে করি প্রথিতযশা এই মহান আওলিয়া শুধু তাঁর ঐশী আলোর ভুবনে চির দীপ্তমান নন, পার্থিব পরিমণ্ডলে তাঁর রেখে যাওয়া লিপি ধারাও মানবজাতির জন্যে এক অনন্য সম্পদ।

আমরা তাঁর রুহানী নজর প্রত্যাশী। আল্লাহ্ আমাদের কল্যাণ করুন।

সূচিপত্র

এলাহির কুদরূতের বাহার ১৫
মাওলাজির প্রধান রছুল ১৬
মাওলাজির হুকুম বরদার ১৭
নবিজির সুহৃদ অন্তর ১৮
বিবি ফাতেমা রছুলের দুহিতা প্রধান ১৯
বিবি ফাতেমার প্রাণ হাছন হোছন ২১
বিল্লাল আছহাব নবিজির ২২
সিবলি জৈনিদ বোগদাদি আছহাব নবির ২৩
ভবারনবে প্রেম কাণ্ডারী রছুল আল্লার ২৪
আউলিয়া বা'এজিদ সোলতান ২৭
বাএজিদ সোলতান আউলিয়া, মাওলাজির দরবারেরে ২৮
সোলতান বাজেদ বস্তামি ২৯
মাওলাজীর শিষ্য শেখ ফরিদ ৩০
প্রথম পীর বদর আসি চট্টগ্রাম মাঝার ৩১
হজরত সাহা আমানত হজরত সাহা আমানত ৩২
খাজে চিস্‌তিয়া আজমীর ৩৩
বড় পীর প্রধান আওলিয়া মাওলাজির দরবার ৩৪
গাইবি আছহাব প্রধান ৩৫
মাওলাজির পরম সখা সাহা কালন্দর ৩৬
বয়তুল মক্কাদেশে বিবি মরিয়ামের কবর ৩৭
ইব্রাহিম আদহাম বাদশা ৩৮
শাহা আমির এস্কবাজ প্রধান ৩৯
আওলিয়া আশরফ সোলতান ৪০
নেহার নেহার সবে অপূর্ব্ব বয়ান ৪১
শুন মিত্রগণ, প্রেমিরি আশ্চর্য্য বিবরণ ৪২
শুন বন্ধুগণ, সাহাজালালের বিবরণ ৪৪
ভাহালুল এস্কবাজ তেজসি প্রধান ৪৬
মজাদ্দধ আলফ ছায়ানি ৪৭

নবিজির কলিমার কোশল ৪৮
মাইজভাণ্ডারি গাউছে আজম খোদার ভাণ্ডার ৪৯
সাহাপির আওলিয়া আল্লার, জিন্দা পির এস্কবাজ আল্লার ৫০
শুন ভক্তগণ, এস্কের আশ্চর্য্য আলাপন ৫১
আবুল হোচন খোরকায়ানি খোরকান সহর ৫২
শুন মিত্রগণ বদনাসা মিঞার বিবরণ ৫৩
বড় পীরের উরূশের মেলা যার ছদ্দা দেখিবার ৫৪
গাউছে আজম বড়পীর ৫৫
দেখ প্রেমের সান, কি ঘটাইয়াছে দয়াবান ৫৬
ছানি বোগদাদ শরিপ, পাঁচখাইন মাঝার ৫৭
শুন জ্ঞানবান সমসের তবরেজের বয়ান ৫৮
মৌলানা রূমিজি প্রধান ৫৯
রাবিয়া বছরী বিবি সতিত্য প্রধান ৬০
শুন প্রেমের সান, দিওয়ান হাফেজের বয়ান ৬১
মৌলবী মৌলানা প্রধান ছায়লার মাঝার ৬২
টাক স্বামিআর ইতিহাস ৬৩
চিঙ্গি মোছতান, বদর মোকাম, হিঙ্গুলীর মাঝার ৬৪
শুন বেরাদর, খিজিরের প্রধান সাগ্রিদ হালিসহর ৬৫
মুনছর সাহা, সাতকানিয়া গ্রামের প্রধান ৬৭
সাতকানিয়া গ্রামে প্রধান গোলাম ফকির ৬৮
শুন বন্ধুগণ, আজগর সাহার বিবরণ ৬৯
এস্কের আজব লিলা নিত্য নব নব সান ৭০
সাহা উমরের কেরামত ৭১
কাবা কেবল জাহাগীর কিল মিরজা মাঝার ৭২
ছৈয়দ মারূপ ছাহেব উত্তম প্রধান ৭৩

১নং গজল-তাল খেমটা

এলাহির কুদরূতের বাহার ২,
নিজ অংশে মিত্র সৃজি আপে নৈরাকার।
নিজের কুদরূত কারিগরি, প্রচারি বাতেন জাহেরি ॥
আগুম নিগুম মহা, তত্ত্ব ভেদ বিচার ॥
সৃষ্টি পতনের আগে, সন্যরূপে ছিলেন তবে
স্থান স্থিতি কিছু নাই শুন্য মাত্র সার ॥
অনাদি অনন্ত ধামে, বাহানা করিয়া ক্রমে
সেই অবধি ধরিয়াছেন প্রকারে আকার ॥
কুকিলে কাকের বাসে ডিম্ব পারে অনায়াসে,
সেই ভেসে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাই দেখিবার ॥
সৃষ্টি কর্তা সৃষ্টি যোগে প্রেমে মগ্ন মিত্ররূপে,
নরঘটে নিজ গৃহ কৈরাছেন তৈয়ার ॥
গুরু ২ আদ্য গুরু, প্রেমাঙ্কুরে কল্পতরু,
সাধ্য ধ্যানে ভজ গুরু, প্রেমের মূলাধার ॥
মানুষ দিয়া ধর মানুষ, জিনিয়া কাঞ্চনের ফানস,
জাহের বাতুন বরাবর, সে করিবে পার ॥
আশক নবির প্রাণধন, মাইজভাণ্ডারী গাউছ ধন,
হারবাঙ্গিরী সেই প্রেমে, সেবে মাইজভাণ্ডার ॥

২নং গজল-তাল খেমটা

মাওলাজির প্রধান রছুল ২,
ত্রিজগতে সহ নাহি নবির সমতুল ॥
প্রভুর মিত্র নূর নবি, অতুল দিনের খুবি,
তান পদাশ্রয় বিনে কে পাইবে কুল ॥
আউয়াল আখেরি নবি, জাহের বাতুনের খুবি,
ত্রিজগতে নুর নবি সৃষ্টি কৈল্য মূল ॥
নবি রছুল পয়গাম্বর, এই তিন কর্মে বড়,
নবি সকলের নবি, জান মাত্র মূল ॥
যাহার দামান ধরি, পাতকি যাইবে হরি,
হেনজীর নাম, মহিমা অতুল ॥
নবিজীর নাম স্মরণে, পাপ নাশে সর্বক্ষণে,
এই ত্রিভুবনে নবি যিনি পুষ্প সমতুল ॥
হয়াতে মউতে নবি, আখেরে আখরতের খুবি,
নবিজীর শ্রীচরণে ভকতি বহুল ॥
রছুলুল্লার প্রেমশ্বরী, বলে দাস হারবাঙ্গিরী,
শূন্য ঘট পূর্ণ কর, দিয়া চরণ ধুল।

৩নং গজল তাল আড় খেমটা

মাওলাজির হুকুম বরদার ২,
এছারি ফেরেস্তা চারি কর্ম্মে অধিকার ॥
জিব্রাইল পয়গামের ভার, ইশ্রাফিল শিঙ্গা অধিকার,
মিকাইলে জলবচ্ছে হুকুমে আল্লার ॥
রবিসুতে প্রাণ হরে, জীব জন্তু সভানেরে,
উচিলায়ে কর্ম্ম করে, বাহানা খোদার ॥
জীব্রাইল, মিকাইল, ইছরাইল, আজরাইল,
আর অপরূপ দূত বাতুনের মাঝার ॥
প্রভুর আজ্ঞা শীরে ধরি, যথা আছে মিত্র নুরি,
পয়গাম পাঠায় মহাদূত রায়বার ॥
মাওলাজীর হুকুম প্রতি, পায়ে মাত্র করে গতি,
এই মতে ফেরেস্তার নিয়মিত ভার ॥
আজরাইল প্রাণ হরে, জীব জন্তু সভানেরে,
দেখিতে না পারে কভু প্রাণের আকার ॥
নর ঘটে বিধির স্থান, সত্য শাস্ত্রের প্রমাণ,
আপনাকে চিনিয়া প্রভুর করয়ে দিদার ॥
হারবাঙ্গিরী দাসে বলে, গাউছ ধনের পদতলে,
ফেরেস্তার নামে গজল শুন বারেবার ॥

৪নং গজল তাল আড়া

নবিজির সুহৃদ অন্তর ২,
এছারি আছহাব সত্য প্রসিদ্ধ বরতর ॥
শরিয়তের ওমর কাজি, তরিকতে ওছমান গাজি,
হাকিকতে আবুবক্কর মারফতে হায়দর ॥
এচারি নবির সুহৃদ, আবুবক্কর প্রথম মুরিদ,
মুসলমান হতে নিস্বরে নিরন্তর ॥
নবি ম্যারাজ করি, চলি আসি নিজ পুরি,
ম্যারাজ তলকীন হল খোদার দোস্তবর ॥
ম্যারাজ করি আসি ভাবাগুণা করে বসি,
জঙ্গলে লই গেল আলী নবি একাশ্বর ॥
আলীকে জঙ্গলে নিয়া, তলকিন করায় গিয়া,
জোশেতে মাতিল আলী আর্শ বরাবর ॥
কত পাহাড় পর্ব্বত আদি ভাঙ্গি চূর্ণ করি নদী,
তা দেখিয়া হজরত নবি ভাবে মনান্তর ॥
নবি নবুয়তের জোরে, আলীকে ধরিয়া করে,
হুস করাইল নবি দরি সের নর ॥
সে অবধি হন্তে জান, ফকিরি অমূল্য ধন,
আর দিন বুজুর্গী হবে রোজ মহাশ্বর ॥

৫নং গজল ভাল খেমটা

বিবি ফাতেমা রছুলের দুহিতা প্রধান,
ত্রিজগতে সহ নাই ফাতেমার সমান ॥
প্রভু যারে মা বলিছে, জগতে বলয়ে পাছে,
আলীর ঘরিনী হাছন হোছনের মা' জান ॥
রূপের তুলনা নাই, জ্ঞানের অসিমা সেই,
হুর নুর জিনি রূপ অপূর্ব বাখান ॥
সপ্ত জামা গায় ছিল, কেহ রূপ না দেখিল,
হাছনে হুছাইনে কিঞ্চিত করিল বাখান ॥
আবু বক্করে শুনি, আলিকে কহিল পুনি,
সেই অবধি ত্যাগে খানা আলী পায়লেয়ান ॥
বিবি ফাতেমা কুমারি, ময়না পাখীর রূপ ধরি,
আজব সনে নানারঙ্গে আলী হয়রান ॥
পন্থে এক রূপসিনী, রুটি পাকায় বসি তিনি,
গলে হাইকল কানে লুলক মাথায় তাজের সান ॥
শেষে মসজিদে গিয়া, জগত মাতা বুড়ি হইয়া,
খাটেতে শুইয়া আছে লাশের প্রমাণ ॥
আলীর কাগতী শুনি, ফাতেমায় কহে পুনি,
খাট লাড়ি প্রবেশ করি দেখহ নয়ান ॥
খাট তুলিবারে চায়, যত শক্তি আছে গায়,
সরমিন্দা হইয়া আলী পায় অপমান ॥
পৃথিবী উঠাইতে পারি, খাট হেলাইতে নারি,
গোস্যাবরে সিনাতক তুলে খাট খান ॥
চাতুরি করিয়া বুড়ি, বলে তুমি চাহ ফিরি,
মোর হস্তের নীচে হেরি করহ অন্বেষণ ॥

সে বুড়ির হস্তের নীচে নজর করিয়া পাছে,
ইত্যাদি খোদার কুদরূত দেখিয়া হয়রান ॥
লাচার হইয়া আলী, ঘরে ফিরে যায় চলি,
জিজ্ঞাসিল জগৎ মাতা পন্তের প্রমাণ ॥
দুঃখিত হইয়া বলে, রূপ মোরে না দেখাইলে,
হাসর তলক না ছাড়িব অয় মেহেরবান ॥
তবে ফাতেমায় আসি, তিন জামা খুলে বসি,
হযরত আলী ঢলিয়া পড়ি হইল অজ্ঞান ॥
আর চারি জামা খুলিত, তৈলকে প্রলয় হইত,
হেনকালে গাইবি আওয়াজ পড়ি গেল নিদান ॥
গাউছের আমিনে বলে, ফতেমার পদতলে,
চরন্দীপে আছি মাতা হই হতজ্ঞান ॥

৬নং গজল গান তাল খেমটা

বিবি ফাতেমার প্রাণ হাছন হোছন,
হযরত নবির নাতি আলীর নন্দন ॥
প্রভু যার নাম রেখেছে, সেই নামের কি তুলনা আছে,
আর্শ স্বর্গ মত্য পাতাল যেই নামে রৌশন ॥
এমাম হোছনের বংশ, রুমের পাদসা প্রধান অংশ,
ইমাম হাছনের বংশ বড় পির যসন ॥
পিরান পির মসহুর আছে, বোগদাদ সহর বিছে,
নামের গুণে উদ্ধারিব যত শিষ্যগণ ॥
প্রধান আউলিয়া তিনি, এস্কবাজ লা ছায়ানি,
দাসগণ পার করিতে সৃজিছে নিরঞ্জন ॥
দিনহীন হাড়বাঙ্গিরী, ইমামের প্রেমশ্বরী,
হাসর অবধি আছি গাউছের চরণ ॥

৭নং গজল তাল আড় খেমটা

বিল্লাল আছহাব নবিজির ২,
জাহেরাতে করারিয়ত বাতেনে অস্থির ॥
খানে কাবার মসজিদে, আজান ফুকারয়ে নিত্য,
আর্শের কোরছির পরে হইত জাহির ॥
অশুদ্ধ আজান ফুকারে, তাতে তুষ্ট কর তারে,
আছহাব সকলে বলে দোছরা খাতির ॥
ভাল ময়াজ্জিন হইলে, বিল্লালেরে ত্যাগিলে,
অশুদ্ধ আজানে পুরা না করে তাছির ॥
কারি ময়াজ্জিন রাখি, খুশি হল দেশিবাসী,
বিল্লালেরে ত্যাগ কল্য অশুদ্ধের খাতির ॥
নূতন কারির আজান শুনি, প্রশংসা করয়ে পুনি,
ফজর না হয় রাত্রি রহিলেন স্থির ॥
নবি নবুয়তের জোরে, ফুকারে বিল্লালের তরে,
আপনে আজান দেও মৌলাজির খাতির ॥
বিল্লালে আজান দিল, তবেশে ফজর হল,
অশুদ্ধ আজানে কেন করিল তাছির ॥
বিল্লালের আজান শুনি, আর্শ্বের ফেরেস্তা পুনী,
নামাজ আদায় করে সকলি হাজির ॥
গাউছের আমিন হাড়বাঙ্গিরী, বেল্লালের প্রেমশ্বরী,
দিলের মালীক পরওয়ার দেগার হাজির নাজির ॥

৮নং গজল তাল আড় খেমটা

সিবলি জৈনিদ বোগদাদি আছহাব নবির,
আ'ল্লা নবিজির প্যারা প্রসিদ্ধ শরীর ॥
ইমাম হানিফী যেন, শিবলি জৈনিদ তেন,
শরার পাইরুবি তানা এস্কবাজ ধীর ॥
সায়াফী মালিকী হন, হানিফি প্রধান জান,
ইমাম হাম্বলি সহ সবার ফকির ॥
শিবলি মুঞ্জুর দুন, এস্কের লজ্জত পাই,
দুইজন দুইমত হইল তাছির ॥
একদিন শিবলির কাছে, তল্কিন হইবার আসে,
প্রধান মৌলবী দুই হইল হাজির ॥
প্রথম মৌলবীজিরে তল্কিন করায় পীরে,
কলেমা শুনিয়া তোবা কর এ বেপীর ॥
লা এলাহা ইল্লাল্লা, শিবলি রছুলুল্লা,
রছুলের দরওয়াজায় মোরে করাইলেন জিকীর ॥
রছুলের দরওয়াজা তুমি, তল্কিন না হইত আমি,
রছুলের দরওয়াজার উর্দ্ধে সেই মোর পীর ॥

৯নং গজল তাল খেমটা

ভবারনবে প্রেম কাণ্ডারী রছুল আল্লার,
এস্কর আজব লহর পায় কুল কিনার ॥
যে দিছে প্রেমের সাঁতার, অনায়াসে হইতেছে পার,
গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রেমেরি কাণ্ডার ॥
নৈরূপ নৈরাকার আহাদ, তান মিত্র নামে আহাম্মদ,
মিমের বাহানায় আহাদ আহাম্মদ প্রচার ॥
নিজ প্রেমের রঙ্গে ডুবি, নিত্য নব কর্ম্ম খুবি,
নৈরাকারে থাকি কর্ম্ম কর আপনার ॥
আদম সকলের পিতা, হাবা দেবী জগত মাতা,
এ নব পুরান কথা শুনিতে বাহার ॥
শিষ মহা পয়গাম্বর, আদম সফির পুত্র বর,
শিশির মধ্যে পয়দা হৈল, অপূর্ব বাহার ॥
হাবা দেবী রূস হৈয়া, নিজের এস্ক সঞ্চারিয়া,
কিরাসব পয়দা হইল গজবে খোদার ॥
নুহু নবিজির তরে, ভারি তুফান উত্তরে,
জুদি পাহাড়ে কিস্তি ঠেকিল তাহার ॥
আজরের পুত্র বর ইব্রাহিম পয়গাম্বর,
নমরুদি আতসে হইল গুলজার ॥
খলিলের দুই সুত, রূপে গুণে অধভূত,
কোরবানী কৈল্য বেটা রাহেতে আল্লার ॥
হযরত এয়াকুব নবি, কান্দিয়া বেতবি,
ইছুপের কারণে চক্ষু হারায় তাঁহার ॥
ইউছুফ ছিদ্দিক, আল্লার রফিক
দশ ভাই ঢালে-সদ্দারে কুয়ার মাজার ॥

খিজির পয়গাম্বর, মরতবা ঘোরতর,
নেগাবান করে তিনি সাগরের মাঝার ॥
নবি ইলিয়াছ শুমতি, পাহাড়ে থাকে নিত্তি প্রতি,
পন্থহারা লোক প্রতি সুদৃষ্টি তাহার ॥
মুছা নবিজির উৎগতি, দেখ খোদার কুদরতি,
সিন্দুকে ভাসায়ে নিল দরিয়ার মাঝার ॥
শ্রীযুক্ত এমরান নন্দন, নবি হারুন সুজন,
গাভী পূজা করাইল ইবলিছ দুর্ব্বার ॥
হযরত ইউনুছ পেগাম্বর শঙ্কট গুরতর,
দোয়াদশ বৎসর ছিল মৎস্যের আহার ॥
ছমাউন পয়েগাম্বর মহাযুদ্ধ বিরবর,
হস্ত পদ কাটাইল বিবি আপনার ॥
হযরত আইউবের তরে, কিটে আহার করে,
এক মুখে কি কহিব শিদ্দত তাহার ॥
হযরত জকরিয়া, কাপরে কাটিয়া,
করাতে ফাড়িয়া কৈল্য তক্তা বরাবর ॥
জুলকরনাইন সেকান্দর, উমর পঁচিশ বৎসর,
ছারে আলম হস্তগত করে একবার ॥
দাউদ খোসলাহান, মাশুক জাহান,
উম্মত করিয়াছে বানর তিরিশ হাজার ॥
সেই দাউদ নবি, দেখি উরিয়ার বিবি,
সংগ্রাম পাঠাই তানে করিয়াছে সংহার ॥
তক্ত সোলেমান, ধীবরের হাতে পেরেসান,
ইসিম আজম পাইল অঙ্গুরির মাঝার ॥
হযরত লুত পয়গাম্বর হয়রান বিস্তর,
বিবির কারণে তিনি হয়রান অপার ॥
অতি ফেরব দিয়া, আজরাইল ভুলাইয়া,
ইদ্রিছ চলিয়া গেছে স্বর্গের মাঝার ॥
এহায়া নবির তরে, কাফের দুরাচারে
সহিদ করিল বেটীর কারণে তাহার ॥

নবি জজ্জিচ খাতির, কর্ম্ম ভক্ত বেপির
হাজার সহিদ কৈল্য বাচায় কর তার ॥
ভক্ত নছারা আসি, বয়েতুল মুকাদ্দেসে পৌছি,
অয়রান করিল বেপির সহর বাজার ॥
পয়েগাম্বর আজির উম্মত খাতির,
শত অন্দ মুরদা জিন্দা কৈল্য সবাকার ॥
হঞ্জলা নবির বানী, বাদশা তৈলপুরে শুনি,
লোহার গৃহে প্রবেশিল লই সবাকার ॥
হাসি বিবির বেটী, মরিয়াম সুমতি,
প্রভুর বনীতা বেলে নছরা দুর্ব্বার ॥
চৌথা আচমানের পর, হজরত ইউছুপ সামবর
কৌতুকে আছে জিন্দা ফেরেস্তার দরবার ॥
জঙ্গ অহাদ হযরত মুহাম্মদ,
দন্দান সহিদ কৈল্য হুকুমে আল্লার ॥
আলী জেরয়ার মারি জুলফক্কার,
লাল কাপের জিন্দা আছে কাবুল রজার ॥
সিফিলিন খোরাতে, সহর ডেমিস্কির মাঠে,
ওয়াইছ কর্ণিরে লইত কৈল্য মারি তলোয়ার ॥
ইমাম হাসেন হোসেন, এজিদাদ্বরজ্জন,
করবল্লাতে সহিদ হৈল রাহানতে খোদার ॥
সোলতান আউলিয়া, ছৈয়দল আতকিয়া,
পিরান পির মশহুর আছে বগদাদ মাঝার ॥
মনচুর হুল্লাস, মিশে মাশুকের সমাজ,
তানে চড়াইয়া দিল শুলির বরদার ॥
স্থানে ফটিকছরি, প্রকাশ ইছাপুরি
আসল বাড়ী মাইজভাণ্ডারী আশকের সরদার ॥
গাউছের হারবাঙ্গিরী, জুমলে পয়েগাম্বরী,
এ দাসেরে দয়া করি করিবা উদ্ধার ॥

১০ নং গজল তাল খেমটা

আউলিয়া বা'এজিদ সোলতান ২
নাছিরাবাদ পাহাড়ের মধ্যে দেখ তান শান ॥
বোস্তানের তক্ত ছাড়ি, চট্টগ্রানে আসন করি,
তান কেরামত জাহির এ ছারি জাহান ॥
অঘোর কাননে আসি যোগ ধ্যান করে বসি,
সেই ধ্যান লক্ষ্যে মিশে গেছে প্রভুর স্থান ॥
অগনিত দেও পরি, রাখিয়াছে বন্দি করি,
গজালি মাদারি রূপে অতুল প্রমাণ ॥
উরূস প্রধান মেলা জিনিয়া করবল্লা খেলা,
এস্কবাজের এস্কবাজি, হাসরের নেসান ॥
যেই দরগা মসজিদ, মধ্যে চেহেন শুঘটীত,
পাক্কা গৃহ টিনের ছানি, দর্পনের সমান ॥
দরগা বয়তুল্লা পুরি জিনিয়া আর্শের শিড়ি,
দীঘির পারে পাক্কা ঘাট আছে স্থানে স্থান ॥
তান জেয়ারত কারণে, ইন্‌কায়ে যেই জনে,
অধর্ম্মতা মুনাফেক কাফের সয়তান ॥
আলী আহাম্মদ মৌলবি, মতুওল্লি মধ্যে খুবি,
আলম ফাজেল বেশুমার জ্ঞানবান ॥
খাদেম আবেদ যত, দেখিতে ফেরেস্তা মত,
হুরনুর জিনি রূপ, যেন পূর্ণিমার চাঁন ॥
গাউছের আমিন হারবাংঙ্গিরী সোলতানের প্রেম শ্বরি,
সবেমিলী কর দোয়া পড়ি রস গান ॥

১১নং গজল বাউল শুর

বাএজিদ সোলতান আউলিয়া, মাওলাজির দরবারেরে
খোদার কুদরতের ভাণ্ড, নবিজির ভাণ্ডারেরে ॥
প্রভুর পরম শিষ্য, সতত করহ পৈতা,
প্রেমের খেলা শীঘ্র খেল, মনের কালী ত্যাগিরে ॥
এস্কর আজব খেলা, উরূসের দিনের বেলা,
প্রধান সুলতানের মেলা হাসরের নেশানরে ॥
হাজতির ওর নাই, আমির কবির কত ঠাই,
আলেম অলির অন্ত নাই, অগণিত অপারেরে ॥
সোলতানের উরূসের দিনে হাজির হয় যেই জনে,
খোদা লাভ করিতে পারে, হারবাঙ্গিরী বলেরে ॥
সাহি তক্ত তাজ ত্যাগি, অঘোর কাননে বসি,
কেরামত প্রকাশিল সহর চট্টগ্রামেরে ॥
দেও জাত বন্ধ করি, রাখিছে ডিঘিতে ভরি,
গজালি মন্দারি রূপে রাখিছে প্রহরীরে ॥
সহরের অন্তগতে, নাছিরাবাদ গ্রামেতে,
নরনারী যত ইতি খাদেম আবেদরে ॥
আলী আহাম্মদ মৌলবী খাদেম আবেদ খুবি,
সকলের জুনাবে ভক্তি হারবাঙ্গিরী করেছেরে ॥
গাউছের আমিনে বলে, সোলতানের পদতলে,
দিবারাত্র ডুবিয়াছে সায়েরী দরবারেরে ॥

১২নং গজল তাল কাশ্মিরী খেমটা

সোলতান বাজেদ বস্তামি
আসেকী মনরে, সোলতানের দরবারে চল মন ॥
সোলতানের উছিলায়, পায়ে আল্লা নবীর সম্মিলন,
সোলতানের দরবারের সুসাঙ্গির হয় দরশন ॥
আর কি আছে ত্রিভুবনে হেন রত্ন মূল্য ধন,
পার করাবে এক নজরে, মাশুকের ভবন ॥
পরম দয়াল সোলতান ভক্তগণের উপরে,
দয়া ধর্ম্ম ভাব ভক্তি সুদৃষ্টি সদায়রে ॥
ছোট বড় সবের প্রতি করে দৃষ্টি আকর্ষণ,
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী সোলতানের চরণে ॥
ভক্তি প্রণতি করি নিত্য যায় সেখানে,
মতওল্লি খাদেমেরা প্রশংসয়ে জনে জন ॥

১৩নং গজল তাল খেমটা
শেখ ফরিদ

মাওলাজীর শিষ্য শেখ ফরিদ ২;
তিন বার ছত্রিশ বৎসর টাঙ্গা ছিল নিত ॥
প্রভুর পরম পদে, কান্দে পীর অবিরতে,
আজ অবধি চক্ষু ধারা, জল আছে পুর্ণিত ॥
পদের চিহ্ন শিলার পরে, দুই চশমায় জল স্বরে,
সেই জলে ব্যাধি হরে একি বিপরীত ॥
খাদিমদার খেদমতগার, বৈসে চশমার মাঝার
বাত্তির আলোকে দিপ্তি হয় প্রকাশিত ॥
হারবাঙ্গীরী আরজ করে, আল্লা নবিজির তরে
পাক্কা গৃহ টিনের ছানি হয় যেন গঠীত ॥

১৪নং গজল তাল খেমটা
হজরত পীর বদর আউলিয়া

প্রথম পীর বদর আসি চট্টগ্রাম মাঝার,
দেও পরি হন্তে জাগা মাঙ্গে বসিবার ॥
না বুঝিল দেও যাতে, দিল বসিবারে তাতে,
এক প্রদিপের জাগা দিল পীর বদর বসিবার ॥
নাহি ছিল সহর গ্রাম, বৈসে পীর এক ঠাম,
অঘোর কাননে বসি সেবে করতার ॥
এস্কর প্রদীপ জালি, দেও পরি মারে ঢালি,
জ্বলি পুড়ি দেও যাতে পলায় বাঁচিবার ॥
যতেক সহর আছে, বদর পীরে বসাইয়াছে,
বদর পীর ব্যাপিত আছে সয়াল সংসার ॥
সাশিয়ত করি চাটিগাতে, শেষে গেল আরকানেতে,
সত্তর বাম পানীর মধ্যে ভাসে একবার ॥
পূর্ব্বে যত লোক ছিল, আসিয়া তানে চিনিল,
সকলে আছিল ধনী মালে বেশুমার ॥
জাহাজ শুল্বকের নিলাম ঢালি সাধু সকল গেল চলি,
সহর বসাইল মাহাতবক্স সদাগর ॥
নানান মুল্লুকে সহর, যত বদর পীরের কেরামত,
সকল জায়গায় সমান দৃষ্টি আছে আওলিয়ার ॥
হারবাঙ্গিরী দীনহীনে, বদর পীরের শ্রীচরণে,
হাসর অবধি আছি গোলাম তোমার ॥

১৫নং গজল তাল খেমটা
হজরত সাহা আমানত সাহেব

হজরত সাহা আমানত হজরত সাহা আমানত,
এছার জাহানে প্রকাশ যার কেরামত ॥
লাহুর শহর হন্তে, আসিয়াছে ক্রমাগতে,
হাজিগণের সুরমা যেন, কোহেতুর পর্ব্বত ॥
সহরের মধ্যখানে মাজার সরিফ দেখ নয়নে,
হাজতীর অন্ত নাই লক্ষ সংখ্যাগত ॥
গাউছের আমিনে বলে, আমানতের চরণ তলে,
ভকতি প্রণতি স্তুতি করি শতে শত ॥

১৬নং গজল তাল খেমটা

খাজে চিস্‌তিয়া আজমীর ২
চিস্তিয়া খান্দানের তরিকতের আদ্য পীর ॥
আজমীরের হালকার জোরে, আর্শ কুরছি হেলিয়া পরে,
পাতালের বাসকী লড়ে হইয়া অস্থির ॥
এস্ক কম্প ভয়ঙ্কার, জজ্‌বা ওয়াজদ বেশুমার,
মুর্দা কলব নেহারিলে হয় এস্কের তাছির ॥
আজমিরের শানমান, অগণিত পরিমাণ,
তাহান ওরশে হুর নুর হয় হাজির ॥
আজমিরের সিনার অন্তরে, খোদার মুখে আলাপ করে,
তিনি যারে বুঝাইলে বুঝে ভেদ আল্লা নবির ॥
হেন ছখী দরবারে, হারবাঙ্গীরী আরজ করে,
দাখিল হইয়াছে যারা প্রসিদ্ধ শরীর ॥

১৭নং গজল তাল খেমটা

বড় পীর প্রধান আওলিয়া মাওলাজির দরবার,
তান সমস্বর নাই ত্রিজগত মাঝার ॥
নবিজির ম্যারাজের ওক্তে, লামোকামে পার হইতে,
খাড়া হইল বড়পীর, লামোকামের পার ॥
পীরের কান্দে পাড়া দিয়া, নবি মেয়রাজে গিয়া,
পরিছেয় করাইল পরওয়ার দেগার ॥
সেই অবধি বড়পীর, উর্দ্ধ হইয়াছে শীর,
তান পদাশ্রয় পায় ফকিরী ভাণ্ডার ॥
বিনা অজু নাম সরিতে, মানা আছে শাস্ত্র মতে,
গায়ের লোম ঝরিয়া পড়ে হুকুমে খোদার ॥
কেরামত আওলিয়া বড়, এই বাক্য জান দড়,
কবর আজাব মাপ করাইছে বোগদাদ মাঝার ॥
ছারে জাহানেতে পীর, ছায়ের করিয়া স্থির,
সকল জাগা দরগা হৈল একি চমৎকার ॥
পীরের গোলাম হারবাঙ্গিরী, ভ্রমে সদা হায় হায় করি,
উদ্ধার কর মায়া করি গোলাম তোমার ॥

১৮নং গজল তাল আড় খেমটা
উয়াইছকর্ণি

গাইবি আছহাব প্রধান ২;
হজরত ওয়াইছকর্ণি এস্কের নিসান ॥
জঙ্গ ওহাদের মাঝে, ভারি যুদ্ধ নবির সাতে,
রছুলুল্লার দন্দান সরিপ সহিদি কোরবান ॥
করন সহরে থাকি, ওয়াইছকর্ণি শুনে যদি,
নিজের দন্দান টুটিয়া ফেলে আজব হয়রান ॥
এস্কের বিপরীত ধর্ম্ম, কে বুঝিবে এস্কের মর্ম্ম,
বিবস্ত্র হইয়া ফিরে জলিখার প্রমাণ ॥
জল স্থল ইত্যাদি, পাহাড় পর্ব্বত যত ইতি,
দিলে দরদ মুখে আহা ভ্রমে স্থানে স্থান ॥
হজরত আলীয়ে শুনি, মিত্র সঙ্গে করি পুনি,
ছজিদাতে আছে এক ফেরেস্তার প্রমাণ ॥
নবির উম্মতের লাগি, ওয়াইছকর্ণি দোইয়া মাঙ্গি,
গুনা মাপ করাইতেছিল মৌলাজির স্থান ॥
রছুলুল্লার প্রেমশ্বরী, নিত্য করে আহাজারি,
হেন কালে হজরত আলী হাকে পায়লোয়ান ॥
নবির আমানত ছিল, সে আমানত ছেয়েনিল,
অঝর নয়ানে কান্দে আজব হয়রান ॥
প্রতি লোমে রক্ত সরে, সেই রুধিতে স্নান করে,
ধর্ম্ম সঙ্গে এস্ক সরে রক্তের প্রমাণ ॥
গাউছের আমিন দীন হীনে, ওয়াইছকর্ণির শ্রীচরণে,
দিবা রাত্র ঐ প্রেমে কান্দিয়া বিরান ॥

১৯নং গজল তাল খেমটা
আওলিয়া শাহা কালন্দর

মাওলাজির পরম সখা সাহা কালন্দর,
ত্রিজগতে বেড়ায় মৎস্যের পিষ্ঠের উপর ॥
দুই বাহু তুলি নাচে, আনাল হক বলে পাছে,
খোদার রহমতে মিশে, জজবা ঘোরতর ॥
হুজুরি কলবে তিনি, নমাজ পড়য়ে পুনি,
হেন সাধ্য আছে কার বুজর্গী বরতর ॥
আরজ করে হারবাঙ্গিরী, কালন্দরের পায়ে পড়ি,
গাউছের কাছে শুপারিস কর শাহাবর ॥

২০নং গজল তাল খেমটা
বিবি মরিয়াম

বয়তুল মক্কাদেশে বিবি মরিয়ামের কবর,
ইছা রছুলের মাতা পরম সুন্দর ॥
মুসলমান ইত্যাদি মুজুছি, নছরা, ইহুদি সকল জাতি,
জ্যারত করে, যেমন সাধ্য বর ॥
রবিবারে নছরা সবে, নাচে গায় উৎসব ভাবে,
শনিবারে ইহুদি সকল, থাকয়ে বিস্তর ॥
মঙ্গল বুধে মুজুছি আসি, নাচে গায় সবে বসি,
বৃহস্পতি শুক্র হাজিগণে কান্দে নিরন্তর ॥
অলি ফকির দরবেশগণে, সোমবারে জনে ২,
নিজের মুকসুদ হাসিল করি, চলি যায় ঘর ॥
চৌথা আসমানের মাঝে, ইছা নবি জিন্দা আছে,
দরজাল মারিতে ফের আসিবেন পয়গাম্বর ॥
মায়ের এবাদতের জোরে, নবি অমর হই ফিরে,
খোদার রাহমতের জোরে মহিমা বর তর ॥
নবির মাতাজীর নামে, আরজ করি দমে দমে
গাউছের আমিন, হারবাঙ্গিরী মাগী নিত্তিবর ॥

২১নং গজল
ইব্রাহিম আদাহাম বাদশা

ইব্রাহিম আদহাম বাদশা;
বলক সহর খিজির দিলেন তুয়াজ্জা কুঠির উপর ॥
সপ্ত মাল্লার পরে, বাদশায় ফকিরি করে,
উটের বাহানায় খিজির বলেন সত্তর ॥
এইখানে উট হারাও কেনে, শাস্তি দিব করি মনে,
ঝিড়কী মারিয়া খিজির দিল পদুত্তর ॥
হেন শব্দ শুনি কানে, তালা লাগে শক্ত সানে,
মগজ উতারে যেন জোশ ডেগ অন্তর ॥
তক্ত তাজ ত্যাগ করি, চলি গেল রাজ্য ছাড়ি,
এক যোগ বার বৎসর, জঙ্গলের ভিতর ॥
খিজিরের তোয়াজ্যা পাই, জঙ্গলে করিল ঠাই,
ইনি আজ শিখায় ইছমা আজম বরতর
তিন বার ছত্রিশ বৎসর, পাহাড়ে ছিলেন সাহা বর,
বায়ু ভক্ষণ করি নিত্য থাকেন একাশ্বর ॥
শেষে কালেন্দরের হাতে, তলকীন হইল জাহেরাতে,
তেজসী আওলিয়া হল জিনিয়া ভাস্কর ॥
পরীক্ষিয়া কালন্দরে, অনেক অনেক দিনের পরে,
এস্কবাজ প্রদান করে আল্লার গোচর ॥
ইব্রাহিম আদামের পায়ে, গাউছের আমিনে কহে,
তোমার দিদার যেন পাই পরস্পর ॥

২২নং গজল তাল আড় খেমটা

শাহা আমির এস্কবাজ প্রধান,
স্বামির পুর গ্রাম মধ্যে করে যোগ ধ্যান ॥
প্রভুর শিষ্য অলিগণ, প্রেম সাধে সর্বক্ষণ,
প্রেম সিন্ধু ত্রিবিনীর ঘাটে নিত্য করে স্নান ॥
শাহা আমিরের কেরামত ত্রিজগতে অবিরত,
নুরের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত অগণিত সান ॥
দেয়াং পর্ব্বত নদীর তীরে, তাতে বৈসে শাহা আমিরে,
ফেরাপট্টি বশত বাড়ী, করিছে নির্মাণ ॥
হেন শক্তি আছে কার, নদীর তীরে বসিবার,
তান পদ পরশনে বশতির প্রমাণ ॥
প্রতি বৎসর ওরষ হবে, যেই জন হাজির হইবে,
আওলিয়া আল্লার ওরষ এস্কের নিশান ॥
শাহা আমিরের জেয়ারত, কর যদি এক চিত্ত,
নবিজির প্যারা সেই মসুহুর জাহান ॥
তান জ্যারত কারণে, ইংকার করে যেই জনে,
অধর্ম্মতা মুনাফেক সেই হতজ্ঞান ॥
গাউছের আমিন দীন হীনে, শাহা আমিরের প্রেম সনে,
গজল রচয় নিত্য, প্রেম রস গান ॥

২৩নং গজল তাল খেমটা
আওলিয়া আশরফ সোলতান

আওলিয়া আশরফ সোলতান ২ ;
তান সারগিদ আবু শাহা ফকির প্রধান ॥
চন্দ্র সূর্য্য দিবাকর, শুনির্ম্মল মনোহর,
এস্ক বাজের কেরামত অতুল প্রমাণ ॥
কদলপুরের পূর্ব্ব দিগে, পাহাড়তলীর মধ্য ভাগে,
রাত্রিকালে বাঘ ভালুকে করে নেগাবান ॥
দিবসে হাজতিগণ, চতুর্দ্দিগে জনে জন,
মনবাঞ্ছা পূর্ণকরি, যায় নিজ স্থান ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী, বন্ধুগণ সঙ্গে করি,
ওরষ করয়ে সবে অগণিত সান ॥

২৪নং গজল তাল খেমটা
আওলিয়া নেজামদ্দিন

নেহার নেহার সবে অপূর্ব্ব বয়ান,
নেজামদ্দিন আওলিয়া এস্কবাজ প্রধান ॥
নিরানব্বই জন কতল করি, শেষে পিরের হস্তে পড়ি,
পিরকে কাটিতে চাহে নাগুণি প্রমাণ ॥
পীরে বলে বান্দি মোরে, চলি যাও নিজ ঘরে,
পাপের ভাগী হইব কিনা দুহিতা সন্তান ॥
মাতা পিতা ভাই বন্ধুগণ, স্ত্রী পুত্র যতেক জন,
কেহ না লয় পাপের ভার, পড়িগেল নিদান ॥
অসার সংসার ভাবি পিরের পায়ে ধরে চাপি,
অঝর নয়নে কান্দে হই পেরেশান ॥
দোয়াদশ বৎসর তিনি, মরাকাষ্ঠে জোগায় পানী,
রাজার মরা বেটীর দুষ্টের, মারিল গর্দ্দান ॥
একশত লোক মরি, মরাকাষ্ঠে জিন্দা করি,
পীরে আসি বর দিল বুজুর্গী প্রধান ॥
গাউছের আমিন বলে নেজামের পদ তলে,
তেন মতে দাসগণে কর মেহের বান ॥

২৫নং গজল
ভাহা অদ্দিন নকসাবন্দী

শুন মিত্রগণ, প্রেমিরি আশ্চর্য্য বিবরণ,
এস্কবাজ ভাহা অদ্দিন তরিকায়ে নক্সাবন ॥
আধ্য কালে বাদশার নিকট আসিয়া ফকিরগণে,
কুলালের হাড়ি পাতিল দৃষ্টি করে যতনে,
দৃষ্টি মাত্র পাক্কা পোড়া কেছা পাতিল হয় আপন ॥
পূর্ব্ব কালের মত ফকির অন্বেষিতে লাগিল,
ভাহা অদ্দিনের জমানায় যেই নৃপ আছিল,
মুর রাজ্য ঐ কর্ম্ম কর পূর্ব্বেরি মতন ॥
কুলালের কেছা পাতিল বিনা অগ্নি যেই জনে,
ভাবানলে দৃষ্টি মাত্র পাক্ক করে যতনে,
হেন ফকির কোন দেশে আছয়ে বল এখন ॥
লক্ষ টাকা লই উজির, অন্বেষণে স্থানে স্থান,
ভাঁহা অদ্দিন বলে শুনি ডেড়ির অনুসন্ধান,
বুঝিয়া ধরিল ডেড়ি স্বরি প্রভু নিরঞ্জন ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু শুনিয়া সবে বলে,
সেই কর্ম্ম না পারিলে বংশের কি গতি হবে,
নিশব্দে চলিয়া যায় স্বরি মুরশিদের চরণ ॥
অধিকার মাগাই খানা খাবায়ে তুষ্ট ভাবে,
নিশি কালে নিদ্রাহন্তে জাগাই তুলে সবে,
গান ও বাজানা করে উল্লাসিতে সর্ব্বজন ॥
গান ও গজল শুনি অয়াজধ্ হয় বেশুমার,
লক্ষ কুটি সূর্য্য জ্যোতি যিনি অতি ভয়ংকর,
অগ্নি পড়নে মাত্র দহে যেন সর্ব্বজন ॥

যতেক কুলাল ছিল, সেই নৃপের জমানায়,
সপ্তম বৎসর ভরি কেঁচা পাতিল বানায়,
এক নজরে ভাহায়দ্দিন ভস্ম করিছে তখন।
ভাহায়দ্দিনের বৃদ্ধ পীর অনেক দূরে আছিল,
তীলেক আসিয়া তানে কোলে উঠাইয়া লইল,
স্নেহ ভাবী খেতাব দিল ভাহায়দ্দিন নক্সবন ॥
গাউছের আমিন চরন্দিপে আছি মাত্র একাশ্বর,
মুর্খসবে নিন্দা করে, নাই বলি বেরাদর,
পীরে যদি দয়া করে কি করিবে শত্রুগণ ॥

২৬নং গজল

শুন বন্ধুগণ, সাহাজালালের বিবরণ,
আরব সহরে তিনি নৃপতি নন্দন ॥
অল্প বয়সের কালে সাহাজালালের মাতা,
পাছে মৃত্যু হইগেল দুল্লব স্নেহের পিতা,
তাহান মাতুলে অতি যতনে করেন পালন ॥
অতি বিদ্যাবন্ত সাহা আর জ্ঞানের সাগর,
এল্ম লধুন ইছমা আজম, প্রকাশে যবানের পর,
সেই জোরে ব্যাঘ্র ভালুক ছওয়ারী অশ্বের মতন ॥
আর এক অপরূপ শুন যত বন্ধুগণ,
শ্রীহট্টের ইতিহাস শুন এবে বিবরণ,
প্রভু ভক্ত কারে বলে না জানয়ে কদাচন ॥
গৌর গোবিন্দে ডাকু, বুরহানদ্দিনকে ধরিয়া,
গোহত্যা করয়ে বলি হস্ত কাটে ফেলিয়া,
বুরহানদ্দিন নালিশ করে দিল্লি রাজনের সদন ॥
নৃপতি পাঠায় নামে, ছেকান্দর সেনাপতি,
গৌর গোবিন্দের সাতে যুদ্ধ করিবার সঙ্গতি,
ছেকান্দর হারিয়া গেল শুন দিল্লির রাজন ॥
নাছিরদ্দিন নামে মহা সেনাপতি পাঠাইল,
অৰ্দ্ধ পন্থে সাহা জালালের দেখা শুনা হইল,
সেই যুদ্ধে জয় হইল নাছিরদ্দিনের সন ॥
বত্রিশ বৎসর পরে আরব দেশ ত্যাগিয়া,
ভারতবর্ষে আগমন মাতুল হন্তে আসিয়া,
তিনশত আউলিয়ার সঙ্গে শ্রীহট্টেতে আগমন ॥

আর এক রাজকুমার সঙ্গি হইয়া আসিল,
পাচ ছয় শত অব্দ হিসাবেতে হইল,
শ্রীহট্ট পাহাড়ে সাহা করিয়াছিল উতন ॥
সাহা জালাল আউলিয়ার সুকির্ত্তি শুনি সবে,
অগণিত হিন্দু মুসলমান হইল তরে,
সকলে পূজয়ে গণ্য মান্য করিয়া যত্তন ॥
গৌর গোবিন্দের সাত মায়াল্লা কুঠি ভাঙ্গি পড়িল,
ভয় পাই মহাপাপি চিন্তাযুক্ত হইল,
লুকাইয়া গৌর গোবিন্দে নেহারয়ে দুই নয়ন ॥
গৌর গোবিন্দের নাম ধরি, সাহা জালাল ফুকারে,
বন্ধি না করিয়া বিদায় করিয়া দিল তারে,
এমন দয়াল সাহা নাই দেখি ত্রিভুবন ॥
দিল্লি সহরেতে এক আউলিয়া আছিল,
দুটী কবুতর তান হস্তেতে সমর্পিল,
জালালি কবুতর সত্য সেই অবধি উৎপন ॥
মসজিদ পাক্কা কোঠা অতি পবিত্র স্থান,
দেখিতে অমরাপুরি দরগা সরিপ খান,
মধ্য ছেহেন চতুর্দ্দিকে মাঠে পুষ্করিণীর ঘটন ॥
হাজতিরা ঝাকে ২ দিবা রাত্রি আসে যায়,
ধান ছিটে বেশুমার কবুতরে বসি খায়,
অগণিত রাজহংস সেই মাঠেতে পুরণ ॥
দরগা সরিপের মাঝে বেশুমার সান মান,
পুষ্কর্ণিতে জল ছেলা পূর্ণ ভাবে স্থানে স্থান,
উরূস করয়ে ভারি অগনিত সৈন্যগণ ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী করি অতি নিবেদন,
সাহা জালালের পায় সদা করি আরাধন,
আউলিয়ার দিষ্টি এ পায়ে মাশুকের ঐ ভুবন ॥

২৭ নং গজল তাল আড় খেমটা

ভাহালুল এস্কবাজ তেজসি প্রধান,
তৃণ হেন জ্ঞান করে এই চারি জাহান ॥
তেজসি প্রধান আউলিয়া, গুণ জ্ঞানের নাই সীমা,
জজবাতে ফুকারে প্রভু হন্তে বলবান ॥
নিজের হালেতে তাকে, শরীয়ত নাই রাখে,
আনল হক হন্তে ভালবাসে নিজ প্রাণ ॥
প্রভুর মহিমা হন্তে, ভালবাসে নিজ পন্থে,
ওয়াজধ জজ্‌বা করে নিত্য ভাহালুল দিওয়ান ॥
দাড়াইয়া চল্লিশ অব্দে, খাড়া ছিল এক পদে,
হেন সাধ্য আছে কার, অসাধ্য প্রমাণ ॥
মৌলাজীর জাত ছেপাতে, নাহি ছিল যেই অক্তে,
ছজুদ করিছি আমি শক্তির প্রমাণ ॥
মৌলাজীর দুই বৎসর আগে, আমি ছিলাম সত্য ভাবে,
মোর সম ত্রিভুবনে নাই জ্ঞানবান ॥
গাউছের আমিন গুপ্ত বাক্য, প্রকাশয়ে সত্য শক্ত,
দোষক্ষেমি মাপ করিবা অধিনের রছান ॥

২৮নং গজল তাল আড় খেমটা

মজাদ্ধধ আলফ ছায়ানি ২;
আল্লা নবিজির প্যারা ছুপি খান্দানী ॥
অপূর্ব্ব শানের পীর, সর্ব্বদা থাকেন অস্থির,
লামোকাম তক জিনির নুরের নোরানি ॥
ছুফি তরিকায় ছিলেন, সরার পাইব্দবি ছিলেন,
গোপন ভাবে জজ্‌বা অজ্‌ধ হয় আপনি ॥
হায়জা বিমারের তরে, ধরিয়া ছিলেন বাহুর জোরে,
তালাক নামা পত্র লই করে বিরানি ॥
যার হস্তে তেনির নাম, নারূছে সয়তানের কাম,
আছর না করে সয়তানের সয়তানি ॥
গাউছের আমিন হাড়বাঙ্গিরী, আলফ ছায়ানির প্রেম স্বরি,
গজল রচয় প্রভুভক্তের কাহিনী ॥

২৯নং গজল তাল আড় খেমটা

নবিজির কলিমার কোশল ২,
অবিরতে যে ফুকারে জীবন সাফল ॥
নবির কলিমা যার ঘটে, প্রভুর ভক্ত সত্য বটে,
সে জানয়ে কলিমার ভেদ কুশল সকল ॥
কলিমা যার হৃদান্তরে, দমে দমে যে ফুকারে,
পাপ নাশি পুণ্যবন্ত হইবে উজ্জ্বল ॥
কলিমার ভেদ যে পাইছে, অজফাতে দম লাগাইছে,
যুগল নয়নে নুরে কচ্ছে ঝলমল ॥
অন্তরে কলিমার ধনি, দাস হাড়বাঙ্গীরী শুনি
গাউছ পদে শির রাখি ভ্রমে কৌতুহল ॥

৩০নং গজল তাল কাশ্মীরি খেমটা

মাইজভাণ্ডারি গাউছে আজম খোদার ভাণ্ডার,
এস্কের আজব সান হইয়াছে প্রচার ॥
তানে প্রভু না সৃজিত, শেষে মায়ারফত না হইত,
এস্কের লজ্জত ভবে না হইত সঞ্চার ॥
গাউছ ধন সৃজিয়া বিধি, কেরামত জাহির ইত্যাদি,
উজ্জল রৌশন করাইছে ত্রিজগত মাঝার ॥
দাতার দরজা ভারি, সখির সখি মাইজভাণ্ডারী,
তেকারণে নামের গুণে প্রশংসা অপার ॥
কাবায়ে গিয়ে হাজিগণ, হজ করে জনে জন,
মদিনাতে জেয়ারত করে পাপ খণ্ডাইবার ॥
গাউছ ধনে এক নজরে, মদিনায় পাঠাইতে পারে,
দমে দমে হজ আকবর, নিত্য হয় দিদার ॥
গাউছের আমিন হাড়বাঙ্গিরী, গুরুর নাম স্মরণ করি,
চরন্দিপে এক মাত্র নাই দোস্তদার ॥

৩১নং গজল
সাহাপির

সাহাপির আওলিয়া আল্লার, জিন্দা পির এস্কবাজ আল্লার,
তক্ত তাজ ত্যাগি আইল তাঙ্গল মাঝার ॥
হেন শক্তি ধরে কার অরন্যেতে বসিবার,
যোগ ধ্যান করে বসি, চিল্লার মাঝার ॥
তাঁন পদ পরসনে, সাতকানিয়া ক্রমে ক্রমে,
বশত বাড়ী সেই অবধি, হইয়াছে গোলজার ॥
জিন্দা পিরের কেরামত, ত্রিজগতে অবিরত,
গজালি বো য়ালী জল চেলা বেশুমার ॥
যেই দরগা মসজিদ, মধ্যে ছেহেন সুগঠিত,
হাজতীর অন্ত নাই অগনীত অপার ॥
ফকির দরবেশ অলীগণে, আসি পিরের শ্রীচরণে
যার যেমন সাধ্যরূপে করয়ে দিদার ॥
আওলিয়া আল্লার কাছে, একসাথ যেবা বৈশে,
শত অব্দ বেহেরিয়া নামাজ হইতে সার ॥
তাঁন জ্যারত কারণে ইংকার করে যেই জনে,
তেলির বলদ দিনের কানা মোনাফেক দুর্ব্বার ॥
যার হৃদে চক্ষু নাই, তার জন্য কিছু নাই,
আওলিয়া আল্লার ভেদ না বুঝে গোওঞার ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী সাহা পীরের প্রেম স্বরি,
অধীনেরে দোয়া করি করিবা উদ্ধার ॥

৩২নং গজল চিমতে তাল

শুন ভক্তগণ, এস্কের আশ্চর্য্য আলাপন,
আজব শানেতে মুনছুর হোল্লাজের বিবরণ ॥
মনছুরের ক্ষমতা ভারি, জজ্‌বা অয়াজধ্‌ বেশুমার,
এলাহাম সদায় জারী, প্রভুর প্রেমেরী ভাণ্ডার ॥
এস্কেবাজ প্রদান করি সৃজিয়াছে নিরাঞ্জন,
হেন সাধ্য আছে কার, কর্ত্তার সনে মিশিবার ॥
মুনছুর হোল্লাজ বিনে অসাধ্যকে সাধিবার,
জজ্‌বাতে ফুকারে মুনছুর আনাল হক ঘনে ঘন ॥
আনাল হক ফুকারে বলি, শুলিতে চড়ান তানে,
অনাদরে পাষাণ মারে সরিয়ত লোকগণে ॥
রক্ত হস্তে আনাল হক শব্দ প্রকাশে তখন,
শুলিতে চড়াইছে বলি, মনছুরের বাহানা ॥
সমস্ত অজুদে জিকির আনাল হক রব্বনা,
জলাইয়া ভস্ম করি, কাজির ঘরে রাখিল যত্নন ॥
সেই ভস্ম কাজির বেটী, খাইল গড়ল ভাবে,
মনছুর তবরেজ হল কাজির বেটীর গর্ভে ॥
সমশের তব্রেজের বাক্য সভার উল্টা বচন,
গাউছের আমিন হারভাঙ্গিরী করি অতি নিবেদন ॥
মুনছর সমসের পায়ে নিত্য করে আরাধন,
পাঠাইয়া দেও সবে মাসুকের ঐ ভুবন ॥

৩৩নং গজল

আবুল হোচন খোরকায়ানি খোরকান সহর,
পয়দা হই মাত্র জিকির, আনাল হক উত্তর ॥
শিশুকাল অবধি হন্তে, খোদার কুদরতের পন্থে,
আনাল হক ফুকারে নিত্য জজ্‌বা ঘোরতর ॥
দাঁড়াইয়া চল্লিশ অব্দে, খাড়াছিল একপদে,
খোদার রহমতে মীসে মহিমা বরতর ॥
প্রধান আওলিয়া তিনি, বায়েজিদের মুখে শুনি,
এলম লোদুন ইছিম আজ্জম জবানের উপর ॥
লাসরাতে ছিল তিনি, সরাতে না আসে পুনি,
প্রভুকে চল্লিশ অব্দ তল্লাসী বিস্তর ॥
প্রভুকে পাইল যবে, ভিন্ন ভাবে রহে তবে,
প্রভুয়ে তল্লাসী না পায়, একচল্লিশ বৎসর ॥
হেন বিপরীত কর্ম্ম, কে বুঝিবে তান মর্ম্ম,
অষ্টদশ হাজার আলাম হয়রান বিস্তর ॥
বলে আমি না মাঙ্গিব, কার সাক্ষাৎ না হইব,
রাজী করাইতে মোরে কার সাধ্যবর ॥
পূর্ব্ব পশ্চিম যত ইতি, তিলকে করয় গতি,
উত্তর দক্ষিণ ছায়ের করে তিলকের অন্তর ॥
খোরকানীর পায়ে পড়ি, আরজ করে হারবাঙ্গিরী,
গাউছধনের উপলক্ষে মাগে নিত্য বর ॥

৩৪নং গজল কাশ্মিরী খেমটা

শুন মিত্রগণ বদনাসা মিঞার বিবরণ,
তলাছিড়া লুটার মধ্যে জল রাখে পুরণ ॥
চৌমুহনী রাস্তার দক্ষিণ ধারে অতি সন্নিকট,
বদনাসা মিঞার কবর মৌলাজীর কেরামত,
অতি পবিত্র স্থান সৃজিয়াছেন নিরাঞ্জন ॥
এমত আশ্চার্য্য ফকির ক্ষমতা অতি প্রধান,
কিবা নিশি কিবা দিসি নিত্য করে যোগ ধ্যান,
জল স্থল পাহাড় পর্ব্বত নিমিষে করে ভ্রমণ ॥
দাইম নাজিরের গৃহ মধ্যে, নিত্য জজ্‌বা হালেতে,
দিবসে সহরে বেড়ায়, রাত্রে ব্যাঘ্র পৃষ্ঠেতে,
শত সহস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক সোহারী আর্শের মতন ॥
হাজতিরা ঝাকে ঝাকে দিবা রাত্র আইসে যায়,
দেখা মাত্র মনের মানস সবের আশা পূর্ণ হয়,
তেকারণে ছোট বড় ভালবাসে সর্ব্বজন ॥
ইতি নব নব নানা রঙ্গ দেখা যায়,
পাক্কা মসজিদ এক সবে দেখিবারে পায়,
নমাজ না পড়ে কেহ একি অপূর্ব্ব খতন ॥
ব্যাবসাগিরের ধর্ম্মে তেকারণে সর্ববজন,
বিরূস হইয়া নামাজ না পরয়ে তেকারণ,
গাউছের আমীন হারবাঙ্গিরী খরিদ করয়ে সযতন ॥

৩৫নং গজল তাল বাবর সুর

বড় পীরের উরূশের মেলা যার ছন্দা দেখিবার,
দেখিলে হয় সর্গবাসি পাপ নাশে একবার ॥
প্রধান আওলিয়া তিনি, চারে জাহানের প্রাণি,
দাসগণ পার করিতে সৃজিয়াছেন করতার ॥
উরূশ প্রধান মেলা, এস্কের আশ্চার্য্য খেলা,
হাসরের ময়দান জিনি বড়পিরে দরবার ॥
আরফাতের ময়দান যেন, হজ করে হাজিগণ,
এস্কবাজের এস্কবাজী তাতে তুষ্ট নৈরাকার ॥
বড় পিরের উরসের দিনে, হাজির হয় যেই জন,
দান ধর্ম্ম যেই করে মহা পুণ্য হয় তার ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গীরী, পিরান পিরের আজ্ঞাধরি,
প্রভুলাভ করিতে পারে যেই জন প্রেমের অবতার ॥

৩৬নং গজল তাল আড় খেমটা

গাউছে আজম বড়পীর ২;
তাঁহার কুদরতে হন্তে ফকির জাহির ॥
এস্কবাজ প্রভুর সিংহ, আর নবিজির বংশ,
ইমাম হাছনের আউলাদ পিরান পির ॥
হুরদলে নুরকুলে, আদ্‌মি পড়ি চতুর দলে,
আঠার আলমে যার ফুকারে জিকির ॥
প্রভুর পরম শিষ্য, গাউছাল আজম অবশ্য,
তান পদাশ্রয় সযতনে রাখ শির ॥
দরগা সরিপের সান, বাহিরহম বাহিরহম করে প্রাণ,
মোমাকৃতি হয় দেখি পাষাণে শরীর ॥
নয়াপারার বিচ খানেতে, পাঁচ খাইন মৌজাতে,
বড়পিরের দরগাহন্তে চট্টগ্রাম স্থির ॥
মাইজভাণ্ডারী হারবাঙ্গিরী, পিরাণ পিরের প্রেমশ্বরী,
অধিনেরে করে দয়া আমির কবির ॥

৩৭নং গজল তাল সিন্ধুরা

দেখ প্রেমের সান, কি ঘটাইয়াছে দয়াবান,
প্রভু ভক্ত বড় পিরের অসিম বাখান ॥
জ্ঞান শক্তি হীন হয়ে, চমকিয়া উঠে প্রাণ,
বড়পিরের তুলনা দিতে নাহি দেখি কোন স্থান,
গাউছালাজম বড় পির প্রভু ভক্তগণের প্রাণ ॥
হস্ত উঠাইলে চারি গগণে করয়ে গতি,
যম দূত হন্তে পিরে ক্ষমতা রাখে শক্তি,
মৃত্যু অধিপতি স্থানে মাগে এক প্রাণদান ॥
যমরাজার থৈলার ভিতর, সত্তর হাজার প্রাণ,
তোমাকে দিবাম কেনে যাব নিরাঞ্জন স্থান,
হাত বাড়াইল তারি থৈলা সহ দিয়া টান ॥
এসত্তর হাজার প্রাণ জিন্দা হইয়া উঠিল,
কেহ খাটে কেহ মাঠে জীব সঞ্চার হইল,
প্রভুর পরম শিষ্য ক্ষমতা অতি প্রধান ॥
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, বাকী নাই কোন ঠাই,
তপজপ করিয়াছে বিন্দুমাত্র খালি নাই,
প্রভুর কৃপায়ে দরগা হইয়াছে স্থানে স্থান ॥
মৌজে পাঁচখাইনে দরগা, প্রকাশ নয়াপাড়া,
ডিগির পারেতে বড় পিরের যে দায়েরা,
পার্য্যবান শক্তিয়ে সাধ যার হৃদে আছে জ্ঞান ॥
গাউছে আমিন হারবাঙ্গীরী বড় পিরের সানেতে,
লড়াইর বাজা কলের গানে, হুর স্থুল হয় তাতে,
উরূশ করয়ে ভারি অতি ভক্তির সন্ধান ॥

৩৮নং গজল তাল খেমটা

ছানি বোগদাদ শরিপ, পাঁচখাইন মাঝার,
শক্তি যদি রাখ শিঘ্র দেখ আপনার ॥
চর্ম্মচক্ষু না দেখিবে, হৃদয় চক্ষু দেখা পাবে,
আর কি সুখের সীমা আছে, ত্রিজগত মাঝার ॥
দেশি বাসী লোক সবে, মুখে ভালবাসে তবে,
দিলে মনে ভক্তি না ভাবরে একবার ॥
দূর বেশী নর নারী, টাকা পয়সা খরছ করি,
ভক্তির ডোরে নিজের মকছুদ পায় সহস্র বার ॥
এই কি বিধির উল্টা খেলা, মায়াজালে বন্দি কৈল্লা,
গাউছের আমিন হারবাঙ্গীরী বলে বারে বার ॥

৩৯নং গজল তাল কাশ্মীরি খেমটা

শুন জ্ঞানবান সমসের তবরেজের বয়ান,
সূর্য্য লামাইলেন সমসের সহর মুলতান ॥
পয়েগাম্বরের মাজেজা পড় হাদিছে আর কোরানে,
কেরামত আউলিয়া দড় মৌলাজির ছামনে,
পয়েগাম্বরের অহি শক্ত, এলাহাম অলীর প্রধান ॥
অপূর্ব্ব বয়ান এক শুন যত বন্ধুগণ,
ব্যাঘ্র হস্তে মারা গেল নজাসি নৃপের নন্দন,
মৃত্যু ঘটে প্রাণ সঞ্চারীতে পড়য়ে কোরান ॥
অঘোর কাননে সমসের তবরেজ তল্লাসিয়া,
মৌলানা মৌলবী কান্দে ছজিদাতে পড়িয়া,
সপ্ত দিনের পরে শুলি আর কি সবের পরিত্রাণ ॥
এই বাক্য শুনি সমসের, অতি জজ্‌বা হালেতে,
প্রবেশিল মৃত্যু নৃপ সুত যেই গৃহেতে,
পদের প্রহারে নৃপ সুত পায় জীব দান ॥
এই মতে তিনবার পদের প্রহার কৈরে,
কোম্বেইজিনী শব্দ তিনি প্রকাশে বারে বারে,
প্রভুর নাম স্বরি উঠি বসিল নৃপের সন্তান ॥
জজ্‌বা হালে আনাল হক ফুকারে বারে বারে,
নিরাঞ্জনে যোগায় শব্দ সমসেরে প্রচার করে,
মুর্খ সবে না বুঝিয়া তানে বলয়ে সয়তান ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী তবরেজের খাতিরে,
অষ্টাঙ্গে প্রণাম শির লাগাই বারে বারে,
দয়া কর হতবাগার তুল্য নাই হতজ্ঞান ॥

৪০নং গজল তাল আড় খেমটা

মৌলানা রূমিজি প্রধান ২,
সমসের তবরেজের পায় সহিদি কোরবান ॥
এলমের সাগর তিনি, এস্কবাজ লাছানি,
সরাবে পাখালি অঙ্গ প্রকাশিল জ্ঞান ॥
সমসের তবরেজের নাম, জপে নিত্য অবিশ্রাম,
মুছনবি মায়নবি তছনিপ ছায়ালি কোরান ॥
যেই সিরাজের ছায়াদি, জামিনে জামি আদি,
তাহাতুন অধিক মৌলানার সানমান ॥
নিত্য জজ্‌বা হালে থাকে, এস্ককম্প হৃদে রাখে,
লক্ষ সূর্য্য জোতঃ জিনি অপূর্ব্ব বয়ান ॥
এস্কের আজব লিলা, মোমাকৃতি হয় শিলা,
যে পড়িছে প্রেমের ফান্দে বুঝে এস্কের সান ॥
প্রধান সাএর তিনি, তান সম নাহি পুনি,
কুটি মুখে কি কহিব রূমিজির বাখান ॥
দাস হারবাঙ্গিরী বলে রূমি মৌলানার চরণ তলে,
এই দাসেরে কর উদ্ধার পড়িলে নিদান ॥

৪১নং গজল তাল খেমটা

রাবিয়া বছরী বিবি সতিত্য প্রধান,
তাহান খছম নাই এ চারি জাহান ॥
তিনির এবাদতের জোরে, ফিরয়ে অমরাপুরে,
এস্ক মহব্বতের জোরে লামোকাম স্থান ॥
হজের তারিখের দিনে, হাজি গেছে কাবা স্থানে,
যানে কাবা না দেখিয়া হল হতজ্ঞান ॥
কাবা রাবিয়ার ঠাই, আনিবারে আগু বাড়াই,
রাবিয়াকে লই আসে অতি তুরমান ॥
হেন অপরূপ কর্ম্ম, মৌলাজির ধর্ম্মাধর্ম্ম,
আল্লা নবিজির ভাবে মজাইছে প্রাণ ॥
গাউছের আমিনে বলে, আছি ভবের মায়াজালে,
রাবিয়া বছরির দোয়ায় দাসের পরিত্রাণ ॥

৪২নং গজল তাল আড় খেমটা

শুন প্রেমের সান, দিওয়ান হাফেজের বয়ান,
বিবার একদিন পরে গেছে মুরসিদের মোকান ॥
সাদির পর রাত্র ভারি তুফান বিষ্টি আসিয়া,
কোঠা খাটি ভাঙ্গি সর্ব্বলোক গেল ভাসিয়া,
দিওয়ান হাফেজের বিবি হইয়া গেল বিরান ॥
দিওয়ান হাফেজের মুরসিদ যেই দেশে আছিল,
তান বিবি সেই দেশে উপস্থিত হইল,
এসপ্ত বৎসর বিবির উপরে নিদান ॥
ব্যাবসাগিরী আওরতের ঘরে ছিল এতকাল,
তাবিরেজ বাহানায় দুঃখ কাটি পাছে হইল ভাল,
সতিত্য আছিল বিবি হাফেজের প্রাণের প্রাণ ॥
হাফেজের মুরসিদের কাছে ঐ ব্যবসাগির আওরতে,
বদমাস আসিবার জন্য তাবিজ নিল ঘরেতে,
হাফেজের মুরসিদে পাঠায় ব্যাবসাগিরের স্থান ॥
ব্যাবসাগির আওরত হাফেজেরে দেখিয়া,
দোমালা কুঠির উপরে বিবি দিল পাঠাইয়া,
সেই বিবির আহাজারি শুনিল হাফেজ দিওয়ান ॥
ছালাম ফিরাই হাফেজ পুছেন তানে বারে বার,
কান্দিয়া কহিল বিবি নিজ দুঃখ মহাভার,
সপ্তম বৎসর ভরি না পাই পতির অন্বেষণ ॥
কোন রাজ্যে ঘর তোমার খসমের কি নাম হয়,
আমার খসম সত্য দিওয়ান হাফেজ নিশ্চয়,
এই বাক্য শুনি হাফেজ বিবি নিল নিজ স্থান ॥

মুরসিদের বাখান করি নিল বিবি মোকামে,
খসম পাইয়া বিবি বৈসে যোগ ধ্যানেতে,
সিরাজ সহরে গেল বিবি সহ নিজ মোকাম ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী হাফেজের চরণে,
ভকতি প্রণতি করি মাইজভাণ্ডারীর সামনে,
সায়েরি দরবারে গজল প্রকাশয়ে হতজ্ঞান ॥

৪৩নং গজল আড় খেমটা

মৌলবী মৌলানা প্রধান ছায়লার মাঝার,
ইছমে সরিপ মহেজুল্লা এস্কবাজ বাহার ॥
তাহান তুলনা নাই, এস্কের বাজার ছহি,
হুর নুর জিনি রূপ অপূর্ব্ব আকার ॥
এলমের সাগর তিনি, অলিগণের শিরমণি,
আল্লা নবিজির প্যারা সকলের ছরদার ॥
তেনির নামের পরে, সকলে আরজ করে,
দিবা রাত্র জেয়ারত করে অগণিত অপার ॥
হাজতিরা আসে যায়, সবের মোকছুদ পুরা হয়,
কি কব গুণের কথা জানে পরওয়ার দেগার ॥
গাউছের আমিনে বলে, মৌলানার পদতলে,
উদ্ধার কর মায়া করি নফর তোমার ॥

৪৪নং গজল তাল খেমটা

টাক স্বামিআর ইতিহাস ২,
মৌলাজির পরম শিষ্য সুধন্য প্রকাশ ॥
যেই বস্তু তান লাগি, দেখিমাত্র হয়ে সুখি,
আগুনের ঝুলিতে জ্বালাই করে সর্ব্বনাশ ॥
হাজতির অন্ত নাই, আমির কবির কত ঠাই,
তাহান কবর পেরটের পূর্ব্ব পাশ ॥
আণ্ডাখানার উত্তরদিগে, চক বাজারের দক্ষিণ ভাগে,
চাক্তাই খালের পশ্চিম পেরটের পূর্ব্ব পাশ ॥

৪৫নং গজল তাল খেমটা

চিঙ্গি মোছতান, বদর মোকাম, হিঙ্গুলীর মাঝার,
ছৈয়দ মনিরদ্দিন সোহা তাকিয়ার ছরদার ॥
এস্কবাজ ও চিঙ্গি মোছতান, বদর সাহের অতি প্রধান,
দুই মাজার এক স্থানে দেখিতে বাহার ॥
লক্ষ কোটি হাজতিরা, আমির কবির নবাবেরা,
আলেম অলির অন্ত নাই কে করে সুমার ॥
ইষ্টিশনের পশ্চিম দিগে মছজিদের সন্নিকটে,
এক স্থানে দুই দরগা অপূর্ব্ব আকার ॥
চন্দ্র সূর্য্য দিবাকর রশ্মির জ্যোতে হয় ফসর,
গুনা মাপ হয় দেখি আউলার মাঝার ॥
এমন অসাধ্য কর্ম্ম, যে সাধিতে পারে ধর্ম্ম,
খোদা লাভ করিতে পারে হইলে দিদার ॥
যেমন এয়াকুব নবি, কান্দিয়া হয়রান তরি,
হেনমতে ছৈয়দ মনিরদ্দিনের আকার ॥
তান তিন পুত্র ছিল, যেই বিদ্যবান হইল,
ইষ্টিশন মাষ্টার গেছে মৃত্যুর দুয়ার ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী, হায় হায় করি কান্দি ফিরি,
ভাতিজার লাগি কান্দে এই মাত্র সার ॥

৪৬নং গজল তাল মাল্টী

শুন বেরাদর, খিজিরের প্রধান সাগ্রিদ হালিসহর,
শ্রীযুক্ত আলি সাহা দানা খালি ঘর ॥
তান বংশ পূর্ব্বকালে সুন্দিপেতে আছিল,
ক্রমাগতে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইল,
অতি দানে পূর্ণ কর্ম্মে হয়ে বুজরগি বরতর ॥
জাহাজের উপরে তিনি খিজিরের তোয়ার্য্যা পাই,
আউলিয়া আল্লার যত ক্ষমতা দিলেন সাই,
হেন সাধ্য আছে কার এই ত্রিজগতের পর ॥
প্রথম বয়সে তিনি জাহাজের মালুম ছিল,
মিঠাপানি সঙ্গে ছহি কাপ্তান ব্যাকুলিত হল,
হাছন হোছনের মত পানি তল্লাসে বিস্তর ॥
সপ্তদিন সপ্তনিশি পানি পানি করিয়া,
জার জার হয়ে কান্দে, প্রাণের আশা ত্যাগিয়া,
লোনা জলে আলি সাহা পদ ডুবায়ে স্বত্তর ॥
টপ্ বাল্‌তি মোটকা আদি খালাসি পানি পুরায়,
তার পদের বরকতে মথুরা পানি হয়
কাপ্তান টেণ্ডল ছারাং আদি পায়ে পড়ি মাঙ্গে বর ॥
ব্যায়াদ্দবি হয় বলি, কাপ্তান সারাঙ্গ টেন্ডলে,
বহুধন দিয়া তানে বিদায় করে কুশলে,
সেই অবধি তান নামের ধন্য দেশ দেশান্তর ॥
ভারি জেরাফত তিনি করেছিলেন বাড়ীতে,
বাড়ীর চৌদিক ঘরে ২ পিরে জজ্‌বা হালেতে,
সৌন্দরের এগেনাদি হাজির রহে বহুতর ॥

মেলার লোকে উঠি বলে কে দাওত করেছে তোমায়,
সাহা ছাহেব প্রতি ঘরে বোলাইয়াছেন আমায়,
হালি সহর ছিল তিনি ঐ তারিখ সবের গোচর ॥
এলন লুদন ইচমাহাজমের বরকতে তিনি,
তিলকে ভ্রমিতে পারে প্রকাশি পুনি পুনি,
কোটি কোটি সূর্য্য জোতঃ জিনি দেখিতে অতি সুন্দর ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী আলী সাহার চরণে,
কোটি ২ নতি করি নিত্য যায় সেই খানে,
সাহার বেটা হাকিমাল্লা হারবাঙ্গিরীর বেরাদর ॥

৪৭নং গজল তাল খেমটা
হজরত মুনছর আলী সাহা

মুনছর সাহা, সাতকানিয়া গ্রামের প্রধান,
আল্লা নবিজির প্যারা এস্কের নেসান ॥
তাহান তুলনা দিতে নাহি দেখি ত্রিজগতে,
খিজিরের প্রধান সাগ্রিদ অপূর্ব্ব বয়ান ॥
খিজিরের তোয়াজ্যা পাই, নিজ গৃহে কৈল্য ঠাই,
কুতুপের ঢেওরের পূর্ব্বদিগে কবর তাহান ॥
হেনশক্তি আছে কার, ভবসিন্দু হইতে পার,
মুনছর সাহা পার হই গেছে মাওলাজির দেওয়ান ॥
ঢুল খালের সন্নিকটে মুনছর সাহা বৈসে তাতে,
দিবারাত্রে বাত্তি জলে অগণীত প্রমাণ তান ॥
ভাই বন্ধু মত, খাছলতে ফেরেস্তা যত,
জিন্দা আছে শতে শত সব জ্ঞানবান।
গাউছের আমিনে বলে, মুনছর সাহার পদতলে,
অধিনের প্রতি সাহা মেহেরবান ॥

৪৮নং গজল গীত

সাতকানিয়া গ্রামে প্রধান গোলাম ফকির,
এলম লদুন ইছমা আজম প্রসিদ্ধ জিকির ॥
রামপুর মৌজায় তিনি, অলি আউলিয়ার ছানি,
তান সমতুল নাই এস্কবাজ বীর ॥
ইব্রাহিম আদহাম যেন গোলাম ফকির তেন,
মৌলাজির দরবারেতে তিনি হাজির নাজির ॥
লা সারাতে ছিল তেনী, সরাতে না আইসে পুনি,
লামুকামে ছায়ের করে এস্কবাজ পির ॥
ইসমা আজমের জোরে ফেরেস্তার কারবার করে,
কাবা সরিফ হজ করে প্রসিদ্ধ ফকির ॥
ছৈয়দ নুরের বেটা সত্য, সকলে করহ পৈত্য,
মৌজায় ২ গ্রামের আমির ফকির ॥
এস্কবাজ হারবাঙ্গিরী গাউছ পদ শিরে ধরি,
পরকালে তরিজান মনিবের হাজির ॥

৪৯নং গজল গান

শুন বন্ধুগণ, আজগর সাহার বিবরণ,
মাদার্শা গ্রামের পশ্চিম পাহাড়ের উতন ॥
এস্কবাজ প্রধান ফকির, অসিমা জার তুলনা,
হেন সাধ্য আছে কার দিবে শাহার উপমা,
জ্ঞানের শক্তি হীন হয় অসিমা জার তুলন ॥
জাহেরাতে লাসরা আছিল তিনি সর্ব্বদায়,
বাতুনে সরার আব্বাল হাকিকতে পাওয়া যায়,
এলমে লদুনের মাজারে ফিরে অমরা ভুবন ॥
ইছমা আজম হাসেল করি এস্কেত লজ্জত পাই
তিলকে ভ্রমিতে পারে সর্গ মত্য সর্ব্ব ঠাই,
এমন বিষম কথা ঘটাইয়াছে আপন ॥
গাউছের আমিন হারবাঙ্গাগিরি আজগর শাহার চরণে,
নিজ প্রাণ কোরবান করি নিত্য যাই সেইখানে,
অধিনকে দোয়া করি কর এ ভবের মোচন ॥

৫০নং গজল তাল খেমটা

এস্কের আজব লিলা নিত্য নব নব সান,
মৌলাজির সব কর্ম্ম জাহের বাতুন সুপ্রমাণ ॥
মহাপ্রভু নৈরূপ ধরে, মিসে নৈরাকার পুরে,
বাতেনে থাকিয়া জাহের কর্ম্ম প্রচারে সন্ধান ॥
ভালমন্দ যত কর্ম্ম মৌলাজির ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মারিয়া জিয়াতে পারে তিলেক জীবের প্রাণ ॥
আকত বেকত যত, মহাপ্রভু অবগত,
আঠার হাজার আলম, আপে আছে সর্ব্ব স্থান ॥
কারে আশার আশায় রাখি কারে প্রেমের দিছ ফাঁকি,
কারে এস্কের যোতিরময় খুলিয়া দিছ দুনয়ান ॥
কাকে কারাগারে রাখি, কেহ দুঃখি কেহ সুখি,
কারে প্রেম সাগরে ভাসাই করাইছে জ্ঞান ধ্যান ॥
কেহ শান্তি সুখে আছে, কেহ আছে অতি ক্লেশে,
নহে ভাল নহে মন্দ কেহ আছে দরমিয়ান ॥
কেহ আছে জাহেরাতে, কেহ গেছে বাতুনেতে,
হামেসা ঝগড়া করে দুই প্রেমেরি জোয়ান ॥
কারে সোপে নিজ বুকে, কারে কর রসাতল,
কারে প্রেম আগুনে জালাই, আপে আছ অন্তধ্যান ॥
বিধির প্রেমের কর্ম্ম শুনাশুনি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
গাউছের আমিন হারবাঙ্গিরী রচনা করয় গান ॥

৫১নং গজল তাল আড় খেমটা

সাহা উমরের কেরামত ২,
থানে চকরিয়ার পূর্ব্বে ছুরত ॥
আসক নবির প্রাণধন, আলী নবি সর্ব্বজন,
সাহা উমর এস্কবাজ খোদার কুদরত ॥
দিবসে হাজতিগণ, আসি সেবে শ্রীচরণ,
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হয় কল্যে জেয়ারত ॥
আউলিয়ার প্রেমেরি সান, কিঞ্চিত বুঝে জ্ঞানবান,
লুটিয়া এস্কের ভাণ্ড খেলে অবিরত ॥
হাজতিরা ঝাকে ঝাকে, আমির কবির লাকে লাকে,
রাত্রিকালে বাঘ ভালুকে লক্ষ সংখ্যাগত ॥
হারবাঙ্গিরী দীন হীনে, শাহা উমরের শ্রীচরণে,
মাগিতেছি প্রভুর ভাণ্ডে আকত বেকত ॥

৫২নং গজল গীত

কাবা কেবল জাহাগীর কিল মিরজা মাঝার,
হুর নুর জিনি রূপ অপূর্ব্ব আকার ॥
নর খণ্ড গগনের পুরে, ফেরেস্তায় কারবার করে,
কাবা সরিপ হজ করে, আজব কারবার ॥
আর্শ মাহাল্লার পরে, তক্তে বসি বিচার করে,
আশক মাশুকের সঙ্গে নিত্য হয় দিদার ॥
এমন অসাধ্য কর্ম্ম দেখিয়াছি ধম্মাধর্ম্ম,
দাসগণ পার করাবে তেনির এক্তিয়ার ॥
হারবাঙ্গিরী বারে ২ বলে সবাকার তরে,
জাহাগিরের পদ বিনে না দেখি নিস্তার ॥

৫৩নং গজল তাল খেমটা

ছৈয়দ মারূপ ছাহেব উত্তম প্রধান,
হাওলা গ্রামের মধ্যে মাজার তাহান ॥
ছৈয়দ নবির বংশ তিনি সকলের শিরমণি
প্রভুর পরম ভক্ত আউলিয়া সুমান ॥
পশ্চিম মুল্লুক হন্তে আসি, হাওলার মধ্যে বসি,
তান পদ পরশনে বসতি প্রমাণ ॥
তিনির বংশ হাওলাতে, আইজ অবধি শতে ২,
আছয়ে পূর্ণিত ভাবে অগণিত সান ॥
তান উত্তর ভাগে দুই, মামু ভাগিনার কবর ছহি,
বারিবাশ ডুপার মধ্যে ভয়ানেক আর কান ॥
বারি বাশ ডুপায় বাত্তি জলে দেখিয়াছে কতুহলে,
জেয়ারত করে সবে আসি সেই স্থান ॥
বুজরগি বরতর ছন, বলে গাউছের আমিন,
তাহান উরূশ কর অতি সান মান ॥

সম্পূর্ণ

হজরত গাউছল আজম মাইজভাণ্ডারীর নাজমতে

এই গান রচনা করিলাম।

সাবধান! সাবধান! [illegible]বধান!!

এই কেতাবের কে[illegible] ব্যায়াদবি করিবেন না।

কেতাবের নাম—

জুমলে আম্বিয়া ও জুমলে আওলিয়া

অর্থে

পয়গাম্বর ও আওলিয়া, গাউছ, [illegible] [illegible]হাব ও ছেহাবে তাবিইন তোবে তাবিইন মং[illegible] পী[illegible]রজাদা ও গায়েব মজ্জুব পয়গাম্বর ফকির দরবেশ ইত্যাদি নব এবং একটী গজল ও রচনা [illegible]

মরহুম মৌলনা পীর আমিনুল হক

হারবাঙ্গিরী সাহেবের দ্বারা প্রণীত।

সাং পুর্ব্ব চরন্দিপ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক—

মৌলবী রহমত কবির মিঞা

সাং পুর্ব্ব চরন্দিপ, চট্টগ্রাম।

মূল্য ।০ [illegible] আনা

বিচমিল্লা হের্‌রাহমানের রহিম।

১নং গজল—তাল খেমটা।

এলাহির কুদরতের বাহার।১. নিজ অংশে মিত্র সৃষ্টি আগে নৈরাকার॥ নিজের কুদরত জাঁকবারি, প্রচারি বাতেন জাহেরি, আগুন নিগুম মতা, তত্ত্বের বিচার॥ সৃষ্টি পত্তনের আগে, সত্তরূপে ছিলেন ভবে, স্থান স্থিতি কিছু নাই শুন্য মাত্র সার॥ অনাদি অনন্ত নামে, বাহানা করিয়া ক্রমে, সেই অগনি ধরিয়া ছেন প্রকারে আকার। বুঝিলে কাফের নামে ডিম্ব পারে অনায়াসে সেই দেশে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাই দেখিবার॥ সৃষ্টি কর্ত্তা সৃষ্টি যোগে প্রেমে মগ্ন নিত্যরূপে, নবঘটে নিজ গৃহ কৈরাছেন তৈয়ার॥ গুরু ২ আগ্র গুরু, প্রেমাঙ্কুরে কল্পতরু, সাধ্য ধ্যানে ভক্ত গুরু, প্রেমের মূলাধার॥ মানুষ দিয়া গড় মানুষ, জিনিয়া কাঞ্চনের ফানস, জাহের বাতুন বরাবর, সে করিবে পার॥ আশক নবির প্রাণধন, মাইজ ভাণ্ডারি গাউছ ধন, হারবাসিনী সেই প্রেমে, সেবে মাইজ ভাণ্ডার॥

হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.)'র আস্তানা

স্থান : পূর্ব চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি (রহ.)'র বংশলতিকা

সৈয়দ মাওলানা আরব উদ্দিন

(আরব দেশ থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রামের হারবাং এর পহর চাঁদ গ্রামে এসে বসবাস।)

↓

মাওলানা নজমুদ্দিন

↓

মাওলানা বদীয়দ্দিন দরবেশ

↓

মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরী

একমাত্র পুত্র

↓

মাওলানা রাহামত কবির শাহ্ (রঃ)

↓

একমাত্র পুত্র

মাওলানা মোহাম্মদ মিঞা শাহ্

(বর্তমান সাজ্জাদানশীন)

↓

২পুত্র

(১) রহমান মিঞা

(২) আহমদ মিঞা

৫ কন্যা

(১) শামসুন নাহার রিটু

(২) নুরুন নাহার রোজি

(৩) কামরুন নাহার রণি

(৪) রুখছুন নাহার রিমি

(৫) নাজমুন নাহার রেশমি

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN 978-984-8083-37-6